উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকুলে

[বিবাহিত-অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

-মুহতারাম বদর মানসুর হাফিজাহুল্লাহ্

-সংগৃহিত

সূচিপাতাঃ-

প্রথম অধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকুলে –পর্ব ১

[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

-মুহতারাম বদর মানসুর হাফিজাহুল্লাহ্।

ভূমিকাঃ-

একবিংশ শতাব্দীর এমন একটা সময় আমরা অতিক্রম করছি যখন কমবেশি সকল পরিবারেই কেমন যেন একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে।অথচ একটা সময় দীর্ঘদিন পর্যন্ত যৌথ পরিবারে থেকেও এসব অস্থিরতা এখনকার নিউক্লিয়ার[1] পরিবারের তুলনায় কমই ছিল (কিছু ব্যতিক্রম ছিলনা তা নয়) ।আমরা যদি বর্তমান সময়ে আমাদের পরিবারগুলোতে হারিয়ে যাওয়া Harmony[2] ফিরিয়ে আনতে চাই তাহলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে নিজের জায়গা থেকে নিজের দায়িত্ব নিয়ে অনেক কিছুই নতুন করে ভাবতে হবে।ভাবতে হবে পরিবারের 'ছেলে'টিকেও।

বর্তমানে পরিবারের বিবাহিত ছেলেরা যে বিষয়গুলি নিয়ে মানসিক কষ্টে আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কমন আর অস্বস্তিদায়ক হল মা ও স্ত্রীর মাঝে টানাপোড়েন[3]। অনেক

[1] [নিউক্লিয়ার] পারমাণবিক শক্তি; কেন্দ্রকীয়;

[2] [হারমনি] সম্প্রীতি।

[3] উভয়সংকট; দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা।

অবিবাহিত ছেলেরাও বিষয়টা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে। বিষয়টা খুব ক্রিটিকাল[4], তদপেক্ষা ক্রিটিকাল হল এই অবস্থায় পরিবারের 'ছেলেটা'র ভূমিকা কেমন হবে তা। প্রথম পর্বেই এমন ক্রিটিকাল কিছু লিখব কিনা তা নিয়ে দ্বিধায় ছিলাম।শেষমেষ ভাবলাম লিখেই ফেলি।

বিয়ের পর ছেলেদের সাধারণত দুই রকম এপ্রোচ[5] দেখা যায়- কেউ তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাসায় উঠে সংসার পাতেন, কেউবা আবার স্ত্রীকেই বাবা-মার বাসায় নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় অবস্থায় ছেলের ভূমিকাটা একটু বেশি Crucial[6] হলেও প্রথম অবস্থাও একেবারে কম নাজুক নয়।চাই স্ত্রী আলাদা বাসায়ই উঠুক আর শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথেই উঠুক একজন ছেলেকে তখন অবতীর্ণ হতে হয় দ্বৈত[7] ভূমিকায়।

বাস্তবতা হল বিয়ের পরেও আমাদের সমাজের অধিকাংশ মায়েরা শুধু ছেলে হিসেবেই সন্তানের কাছে প্রত্যাশা রাখে আর অধিকাংশ স্ত্রীরাই শুধু স্বামী হিসেবে নিজের মত করে তাকে পেতে চায়। আমাদের উপমহাদেশের পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংস্কৃতির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে এই টানাপোড়েন খুবই বাস্তব ও স্বাভাবিক এবং তা উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই।তাই **এমন পরিস্থিতিতে ছেলেটির করণীয় হল-**

১ম করণীয়ঃ 'দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা'।

জ্বী, আবারও বলছি- 'দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা'। এই টানাপোড়েনের সমাধান করার জন্য প্রথমেই আপনাকে উভয় পক্ষের (মা ও স্ত্রী) দিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে হবে।

---

[4] [Critical] সংকটপূর্ণ, সমালোচনামূলক।

[5] [Approach] পন্থা।

[6] [ক্রুসিয়াল] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

[7] এক সঙ্গে দুজন পরিবেশন করে এমন, উভয়।

মনে রাখবেন- একজন ভাল লেখক যেমন ভাল রাজনীতিক নাও হতে পারেন, একজন ভাল কবি যেমন ভাল অভিনেতা নাও হতে পারেন তেমনি একজন ভাল 'মা' একজন ভাল 'শ্বাশুড়ি' নাও হতে পারেন। 'মা' এবং 'শ্বাশুড়ি' দুটো ভিন্ন Role[8] এবং এই রোল দুটি Successfully Play[9] করার জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ আলাদা কৌশল। হতে পারে আপনার মা একজন আদর্শ 'মা' হওয়ার যাবতীয় কৌশল খুব দক্ষতার সাথে রপ্ত করতে পেরেছেন কিন্তু তার মানে এই নয় যে By default[10] তিনি এর মাধ্যমে একজন আদর্শ 'শ্বাশুড়ি'ও হয়ে গেছেন। তাই মায়ের ব্যাপারে স্ত্রীর কাছে অভিযোগ শুনলে প্রথমেই চোখ কপালে তুলে ভাববেন না যে, "আমার মমতাময়ী-স্নেহময়ী মা এমনটা করতেই পারেন না, Totally impossible[11]." এই সত্য যত দ্রুত উপলব্ধি করতে পারবেন সাংসারিক জীবনে তত ভাল Game Player[12] হতে পারবেন।

একইভাবে, একজন আদর্শ 'স্ত্রী' একজন আদর্শ 'বউমা' নাও হতে পারেন। কিন্তু তাই বলে স্ত্রী হিসেবে তার গুণ ও যোগ্যতাকে অস্বীকার করলে সেটা হবে অন্যায়। তাই আপনার মায়ের কাছে স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ শুনলেই মাথায় হাত দিয়ে এই ভেবে বসে পড়বেন না যে- "এমন বউকি আমি চেয়েছিলাম?"

২য় করণীয়ঃ আপনার মা ও স্ত্রীর মাঝে কোন বিষয়ে টানাপোড়েন সৃষ্টি হলে কখনও এইটা বের করতে যাবেন না যে, "কে ঠিক?"

আসলে এই বিষয়টাই 'ঠিক-বেঠিক' এর নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দুজনেই নিজের

---

8 [রোল] ভূমিকা, চরিত্র।

9 [সাক্সেসফুল্লি প্লে] সফলভাবে শুরু।

10 [বাই ডিফল্ট] গতানুগতিক।

11 [টোটালি ইম্পসিবল] একবারেই অসম্ভব ।

12 [গেম প্লেয়ার] খেলোয়াড় ।

Point of view[13] থেকে চিন্তা করে থাকেন।আর যদি তাদের কারও অন্যের জুতায় হাঁটার অভ্যাস না থাকে তবে দ্রুত সমস্যার সূত্রপাত হয়। তাই মা ও স্ত্রীর টানাপোড়েনে আপনি Coach[14] এর ভূমিকা পালন করুন, Referee-র[15] ভূমিকা নয়। স্ত্রীর মুখে অভিযোগ শুনলেই মায়ের সাথে কুরুক্ষেত্রে বাধিয়ে দিবেন না আবার অভিযোগ অস্বীকারও করবেন না। তেমনি মায়ের মুখে অভিযোগ শুনেই স্ত্রীর উপর চড়াও হবেন না আবার অভিযোগ অস্বীকারও করবেন না। উভয়পক্ষের অভিযোগ তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করলে আপনার কপালে 'Blind Son'[16] কিংবা 'Blind Husband'[17] এর তকমা লেগে যাওয়াটা মোটামুটি নিশ্চিত। উভয় পক্ষের সাথে পৃথক পৃথকভাবে বসুন, উভয়ের কথাই এমনভাবে শুনুন যেন সে Convinced[18] হয় যে আপনি তার সাথেই আছেন এবং সমস্যা সমাধানে আপনি আন্তরিক। এটুকু অন্তত করতে পারলেও ধরে নিন আপনার সমস্যা অর্ধেক মিটে গেছে।কিন্তু অধিকাংশ ছেলেরাই এই জায়গায় ভুলটা করে। হয় কোন একজনের কথা শুনে আগামাথা না ভেবেই আরেকজনের উপর চড়াও হয় আর নয়ত এমন ভাব ধরে থাকে যে "কই কিছুইতো হয়নি"। এই উভয় এপ্রোচই আত্মঘাতী।

যে মা তার সারাটাজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিলে তিলে তার সন্তানকে মানুষ করেছেন এবং যে সন্তানের উপর এতদিন তার একচ্ছত্র অধিকারবোধ ছিল সেই সন্তানের উপর রাতারাতি একজন New comer[19] এর অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াটা মেনে নেওয়া যেকোন মায়ের জন্যই কষ্টের। **আদর্শ মা তিনিই যিনি এই কষ্টটুকু মেনে নেন এবং ছেলের**

---

13 [পয়েন্ট অফ ভিউস] দৃষ্টিভঙ্গি।

14 [কোচ] প্রশিক্ষক।

15 [রেফারি] বিচারক।

16 [ব্লাইন্ড সন] অন্ধ পুত্র, অদূরদর্শী।

17 [ব্লাইন্ড হাসব্যান্ড] অন্ধ স্বামী, বিচার বুদ্ধিহীন।

18 [কনভিন্সড] নিশ্চিত, প্রনোদিত।

19 [নিউ কমের] নতুন আগমনী, আগন্তুক।

বউকে তার প্রাপ্য Space[20] টুকু হাসিমুখে দিয়ে দেন। কিন্তু অনেক মা-ই এমনটা পারেন না। আজন্ম লালিত অধিকারবোধ আর Ego[21] যখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখন সেই মা নিজ হাতেই সন্তানের অশান্তির বীজ বপন করেন। তাই প্রতিটি মায়ের উচিত বিবাহিত সন্তানের উপর নিজের অধিকারবোধের সীমাটুকু চিনে নেওয়া এবং সন্তানের সুখের স্বার্থেই সেই সীমার মধ্যে বিচরণ করা। এতে সন্তান যেমন মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকবে তেমনি সংসারও রক্ষা পাবে একটা Never Ending[22] টানাপোড়েন থেকে।

৩য় করণীয়ঃ খুব খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা ভাইয়েরা প্রায়ই ভুল করেন সেটা হল স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের ঘটনা বাবা-মার সাথে শেয়ার করা। এর চেয়েও এক কাঠি বড় অপরাধ হল স্ত্রীর সাথে বিরোধে বাবা-মাকে বিচারকের আসনে বসানো। এই আত্মঘাতী কাজটির কিছু নেতিবাচক Outcome[23] আছে। যেমন-

স্ত্রীর সাথে আপনার বিরোধ একসময় ঠিকই মিটে যাবে কিন্তু আপনি যাদের কলিজার টুকরা সেই বাবা-মায়ের মনে আজীবন এই ছাপ থেকে যাবে। আপনাকে নিজের সন্তান হিসেবে Benefit of doubt[24] দিলেও আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে এমনটা করার সম্ভাবনা খুবই কম। এটা তাদের দোষ নয়, মানবীয় সীমাবদ্ধতা। সকল বাবা-মায়ের কাছেই নিজের সন্তান তুলনামূলক কম দোষী কিংবা অনেকের কাছে নির্দোষও। তাই, পক্ষান্তরে আপনি বাবা-মার কাছে অভিযোগ করে আপনার স্ত্রীর পিঠেই ছুরি বসালেন।

---

[20] [স্পেস] স্থান, জায়গা।

[21] [ইগো] অহং, আত্মা।

[22] [নেভার এন্ডিং] কখনো শেষ হয় না, অনন্ত।

[23] [আউটকাম] ফলাফল, উদ্ভূত বস্তু।

[24] [বেনিফিট অফ দৌবট] দ্বিধার সুবিধা, সন্দেহাবসর।

আপনার বাবা-মা ধরে নেবে আপনি সাংসারিক জীবনে অশান্তিতে ভুগছেন অথচ হয়ত পরদিনই আপনাদের বিরোধ মিটে গেছে।যদি আপনি বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করে থাকেন তবে খুব সম্ভাবনা আছে এমন কথা শোনার- "আগেই বলেছিলাম বাপু এখানে বিয়েটা করো না, মুরুব্বিদের কথাতো ভালো লাগে না। এখন বোঝো ঠ্যালা।" আপনিই বলুন, আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীর নামে এমন কথা শুনতে কি আপনার ভাল লাগবে ?

৪র্থ করণীয়ঃ আরেকটা ভুল হল স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের ঘটনায় শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে অভিযোগ দেওয়া। এই কাজটা যারা করে তারা নিরেট কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু নয়। এর প্রভাব উপরোক্ত তৃতীয় পয়েন্টের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, আপনার স্ত্রী আপনার সংসারে আপনার অধীনস্থ এবং আপনি তার উপর কর্তৃত্বশীল। তাই আপনার দ্বারা তারা তাদের আদরের দুলালী উপর কোন যুলুমের আশঙ্কা করলে সেটা মোটেও অমূলক নয়। বিশেষত বর্তমান সমাজ বাস্তবতার দিকে তাকালেই একথার সত্যতা টের পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, আপনি আপনার বাবা-মার আদরের দুলাল হলেও তারা এই ভয় পান না যে, আপনি স্ত্রীর হাতে নির্যাতিত হবেন কিন্তু এই ভয়টা আপনার স্ত্রীর বাবা-মা পেতেই পারেন।

৫ম করণীয়ঃ মায়ের সাথে স্ত্রীর ব্যাপারে সাফাই গেয়ে ঝগড়া করবেন না। অর্থাৎ এই ধরণের কথা বলবেন না যে, "তুমি আমার স্ত্রীর সাথে এমন এমন করেছো কেন?" কিংবা "আমার স্ত্রীকে অমুক অমুক কাজ দিয়েছ কেন?" অথবা এই ধরণের কোন উচ্চবাচ্য মায়ের সাথে করবেন না বরং বিষয়টা Indirectly solve[25] করার চেষ্টা করুন।অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ভাই আগ বেড়ে অতি উৎসাহী হয়ে স্ত্রীর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে মায়ের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। এতে হয়ত বেচারী স্ত্রীর কোন হাতই ছিল না। এতে কী হয়? আপনি

---

[25] [ইন্ডিরেক্টলি সল্ভ] পরোক্ষভাবে সমাধান করুন।

যেহেতু আপনার মায়ের আদরের দুলাল তাই আপনার উপরে বেশীদিন তিনি অভিমান রাখতে পারেন না।বরং সবটুকু রাগ আর অভিমান আপনার স্ত্রীর উপরে গিয়ে পড়ে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতেও অনেক সময় বিলম্ব হয় না। মাঝখান থেকে আপনি দুধে ধোয়া তুলসীপাতাই থেকে গেলেন কিন্তু আপনার স্ত্রীকে কালপ্রিট বানিয়ে দিলেন মায়ের কাছে।

৬ষ্ঠ করণীয়ঃ আপনার স্ত্রীকে আপনার মায়ের খেদমত করতে দেখলে তাকে এপ্রিশিয়েট করুন, আরও খেদমত করতে উৎসাহ দিন।সম্ভব হলে মায়ের সামনেই তাকে উৎসাহ দিন। চাইলে আগে থেকে নিজেরা ঠিক করেও রাখতে পারেন যে, আপনি তাকে মায়ের সামনে উৎসাহ দিবেন।অর্থাৎ অনেকটা নাটক করলেন আর কি।কিন্তু এই নাটক করে যদি আপনার মা আপনাদের দুজনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাতে মন্দ কী? সকল শ্বাশুড়িরাই চায় এই বয়সে বউমার একটু খেদমত পেতে আর এই চাওয়াটা অন্যায় কিছু নয়।তাই স্বামী-স্ত্রী মিলে আপোসে মায়ের এই চাওয়া সাধ্যমত পূরণ করার চেষ্টা করুন।তবে এক্ষেত্রে মা-দেরকেও সেই আপন সীমানার মধ্যেই প্রত্যাশার পারদ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।লাগামহীন প্রত্যাশা তার ছেলে ও বউমার জন্যই অশান্তির কারণ হবে।

৭ম করণীয়ঃ কখনই মায়ের সামনে বউকে এবং বউ এর সামনে মাকে নসীহত করবেন না। এতে তাদের আত্মসম্মানে লাগবে।উভয়ের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বসে বুঝানোর ও সংশোধনের চেষ্টা করবেন।

যৌথ পরিবারে থাকলে খুব সম্ভাবনা আছে ঘন ঘন আপনার স্ত্রীর কাছে থেকে মায়ের ব্যাপারে অভিযোগ শোনার এবং মায়ের কাছ থেকে স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ শোনার।উপরে বলেছি যে এসব ক্ষেত্রে Instant React[26] না করে ঘটনা অনুসন্ধান করে প্রয়োজনে

---

[26] [বন্ডিং] বন্ধন।

উভয়পক্ষের সাথে আলাদাভাবে বসবেন। কিন্তু এটাও মাথায় রাখবেন যে, সব অভিযোগই অনুসন্ধানযোগ্য হয় না। যেহেতু আপনার মা এবং স্ত্রী দুজনই নারী আর নারীরা স্বাভাবিকভাবেই অধিক আবেগ ও অভিযোগপ্রবণ হয়ে থাকে তাই আগে ভাল করে বুঝে নিন যে ঘটনা আসলেই তদন্তযোগ্য নাকি সাময়িক রাগের বিস্ফোরণ মাত্র। দ্বিতীয়টা হলে মা/স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিন, অভিযোগ এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিন। অযথা মাথা ভারী করবেন না।

৮ম করণীয়ঃ আপনার বাবা-মার কাছে Better Half এর ভাল গুণগুলি বেশি বেশি বর্ণনা করুন, দোষ/Shortcomings গুলি গোপন করুন। আপনার বাবা-মাকে বুঝতে দিন যে, আপনারা একে অপরকে নিয়ে ততটাই সুখী আছেন যতটা সুখী তারা আপনাদেরকে দেখতে চান। তবে এখানে ভাইদেরকে মাথায় রাখতে হবে- আপনারা আপনাদের বাবার সামনে স্ত্রীর লাগামছাড়া প্রশংসা করতে পারেন তবে মায়ের সামনে একটু বুঝেশুনে করবেন। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রীর অতিরিক্ত প্রশংসা শুনলে অনেক মা (সকল মা নয় কখনই) দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবে বসেন, "আমার ছেলেটা মা-পাগল থেকে একেবারে বউপাগল হয়ে গিয়েছে!" আর নারীদের প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই... (জানেনইতো)। তাই মায়ের সামনে যখন স্ত্রীর প্রশংসা করবেন তখন সাথে সাথে মায়েরও প্রশংসা করুন।

৯ম করণীয়ঃ আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার মায়ের Bonding গড়তে চান তবে আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে আপনি নিজে ভাল Bonding তৈরী করুন। মেয়েরা যা পায় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ফেরত দেয়। তাই, আপনার সাথে আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির সম্পর্ক যত ভাল হবে আপনার বাবা-মার সাথে আপনার স্ত্রীর সম্পর্ক তার সমান কিংবা তার চেয়েও ভাল হবে। তাই নিয়মিত শ্বশুর-শাশুড়ির খোঁজ নিন, কাছে থাকলে স্ত্রীকে নিয়ে দেখতে যান।

দূরে থাকলে ফোনে খবর নিন, উপহার পাঠান।অসুস্থ হলে প্রয়োজনে নিজের কাছে এনে রাখুন, সাধ্যমত দেখভাল করুন।এর সবই বহু বহুগুণ বর্ধিত হয়ে আপনার কাছে ফিরে আসবে ইনশা আল্লাহ।

আমরা ছেলেরা যদি অন্তত এই কাজগুলি ঠিকমত করতে পারি তবে ছেলে ও স্বামীর দ্বৈত ভূমিকা পালন করা আমাদের জন্য অনেকটা সহজ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

মন্তব্যঃ-

মুহতারাম "Ibrahim Al Hindi"

মাশাআল্লাহ ভাই।অনেক সুন্দর প্রিসক্রিপশন।আসলে আপনার কথা ঠিক আছে।কিন্তু এরপরও আমি কিছু কথা বলছি। কেউ যখন (পুরুষ বা নারী) খাঁটি মুসলিম হবে এবং পরিপূর্ণ দ্বীন বুঝবে, তাওহীদের চেতনা লালন করবে তখন আর এ সমস্যাগুলো হবে না।যেমনঃ আমি আগে চাইতাম না যে, আমার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করুক।বাবার বিয়ের কথা শুনলে আমার মাথা গরম হয়ে যেত।

কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ জিহাদের পথে আসার পর ইসলামের সৌন্দর্য আমার কাছে স্পষ্ট হল।

এখন আমি নিজেই ইচ্ছে করেছি, মা মারা গেলে বাবাকে দ্বিতীয় বিয়ে দিব।বা বাবা চাইলে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে।

আরো কিছু বিষয় বুঝতে হবে-অন্তরে কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ না থাকা চাই।এটা খাঁটি মুমিনের ইমানের আলামত।যখন কেউ পরিপূর্ণ দ্বীন বুঝবে, আকিদার বুঝ অর্জন হবে তখন সে কারো প্রতি জুলুম করবে না।প্রয়োজনে নিজের হক ছেড়ে দিবে।যেমনঃ জিহাদের ময়দানে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম পানি পান না করে অন্য ভাইকে দিয়েছে।সন্তানদের না খাইয়ে মেহমানকে খাইয়েছে আর নিজেরা খাওয়ার ভান করেছে, যা দেখে আল্লাহ হেসে দিয়েছে।

আমরাও যখন নিজেরা পরিপূর্ণ দ্বীন পালন করব,পরিবারের মানুষদের পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর উঠাবো, বাসায় তালিম চালু করব তখন দেখা যাবে কারো দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে এটা কেউ চাইবে না।নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিবে।

আমাদের যে কোন কাজ করার সময় খেয়াল করতে হবে যে, যেন শিকড় থেকে গাছকে উপড়ে ফেলা হয়।ডালপালা বা শাখা প্রশাখা কাটলেও গাছ কিন্তু জীবিত হতে পারে।আবার শাখা প্রশাখা গজাবে।

আফগানিস্তানের মুসলিমরা এত এত কষ্টের পরেও কিভাবে নিজের কলিজার ধন সন্তানকে নিজ হাতে ময়দানে পাঠিয়ে দেয়।মুজাহিদদের তাঁরা কীভাবে সাহায্য করলো! এটা কেন হলো! দ্বীনের সহিহ বুঝ তাঁদের ছিল।পাশাপাশি যদিও অন্য কিছু কারণও আছে।

যেহেতু বর্তমানে সমাজে পরিবার নিয়ে সমস্যা চলমান, তাই মুহতারাম ভাইয়ের দেওয়া প্রেসক্রিপশনও কম ফলপ্রসু নয়। তবে পরিবারের লোকদের দ্বীনের উপর উঠাতে পারলে আর ভয় থাকবে না, ইনশাআল্লাহ্।

{গোপনে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমেই রয়েছে সফলতা}

মুহতারাম "ফোরামের বার্তা"

জাজাকাল্লাহু খাইরান আখি! পুরো লেখার অন্যতম মূলকথা হলো -

১. একজন ভাল লেখক যেমন ভাল রাজনীতিক নাও হতে পারেন, একজন ভাল কবি যেমন ভাল অভিনেতা নাও হতে পারেন তেমনি একজন ভাল 'মা' একজন ভাল 'শ্বাশুড়ি' নাও হতে পারেন।'

২. একজন আদর্শ 'স্ত্রী' একজন আদর্শ 'বউমা' নাও হতে পারেন। কিন্তু তাই বলে স্ত্রী হিসেবে তার গুণ ও যোগ্যতাকে অস্বীকার করলে সেটা হবে অন্যায়।

৩. কখনই মায়ের সামনে বউকে এবং বউ এর সামনে মাকে নসীহত করবেন না। এতে তাদের আত্মসম্মানে লাগবে। উভয়ের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বসে বুঝানোর ও সংশোধনের চেষ্টা করবেন।

এই কথাগুলো মণিমুক্তা, হিরা-জওহর থেকেও উত্তম। গুনাহগার এই পোস্টের আগে বিষয়গুলো কল্পনায়ও আসেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

মুহতারাম "ইবনে বাশার"

আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিন পর পারিবারিক ঝামেলার বিষয়ে একজন ছেলের কি করণীয় থাকবে এই নিয়ে খুব চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা পেলাম। আল্লাহ তায়ালা লিখককে এই লিখাটি ধারাবাহিক ভাবে পোষ্ট করার সুযোগ করে দিন আমীন। আর আমাদেরকে এই লিখাটি যথাসাধ্য প্রচার করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

এবং এই পারিবারিক ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আলাদা দাওয়াহ এর প্রজেক্ট চালু করে এই দিক নির্দেশনা গুলোর ব্যাপক প্রচার ঘটাতে পারি, ইনশাআল্লাহ্।

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকূলে -পর্ব ২

[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

আমাদের বঙ্গদেশীয় মুসলিম সমাজে সংসারের পুরুষদের প্রায়ই দেখা যায় ধর্মের দোহাই দিয়ে স্ত্রীকে খাটো করে তারা এক ধরণের পৈশাচিক আনন্দ পান। **যদি স্ত্রীর কাছে আত্মসম্মানবোধ নিয়ে থাকতে চান তবে কোরআন হাদিসের রেফারেন্স[27] দিয়ে স্ত্রীকে খোঁটা দিবেন না প্লিজ।** যে সব কাপুরুষ স্ত্রীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নিজেদের সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারে না তারাই ঢাল হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে।আমি সবসময়ই বলি এই বঙ্গদেশে ফেমিনিজমের[28] উত্থানের পেছনে অন্যতম কারণ আমরা পুরুষরাই।আমাদের কথা, কাজ ও আচরণের জন্যই তারা অনেকাংশে ইসলামকে নারীদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। তাদের উপর নানাবিধ জুলুম তো আছেই এমনকি কথায় কথায় ইসলামের নামে খোঁটা দেওয়া অনেক পুরুষের স্বভাব। "নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে", "জাহান্নামের অধিকাংশ নারী", "নারীরা স্বামীর প্রতি অধিক অকৃতজ্ঞতা পোষণ করে" এই ধরনের কথাগুলো স্ত্রীকে বলে কখনো খোঁটা দিবেন না, রাগের মাথায় আরো কঠিন ভাবে এগুলো বর্জন করুন। এগুলোর মাধ্যমে নারীদের সৃষ্টিগত প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে মাত্র যেন আমরা পুরুষেরা তাদের সাথে কিভাবে সুন্দরভাবে Deal[29] করতে হয় তা বুঝতে পারি, ভালবেসে মিলেমিশে থাকার স্ট্র্যাটেজি[30] ঠিক করতে পারি। তাদেরকে খোঁটা দেওয়ার জন্য কিংবা তাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করার জন্য এগুলো শেখানো হয়নি।

---

[27] [References] দলীল, দোহাই।

[28] [Feminism] নারীবাদ, নারী-সমানাধিকার আন্দোলন।

[29] [ডিল] চুক্তি, সন্ধি, হেন্ডেল।

[30] [Strategy] কৌশল।

এই সংক্রান্ত হাদিসগুলি যিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখুন।তাঁর সমগ্র জীবনে একটিও নজির নেই স্ত্রীকে এসব বলে খোঁটা দেওয়ার।মৃত্যুর সময় তিনি ৯ জন স্ত্রী রেখে গেছেন।কোন একজনও তাঁর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করেননি বরং আয়েশা (রা) তো সাক্ষ্যই দিয়েছেন যে- "কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র"।আমাদের চরিত্র কি? আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের স্ত্রীগণ কী সাক্ষ্য দিবে? আমাদের মা-খালা-চাচী-মামীদের জেনারেশনের অনেকের মধ্যেই একটা কমন কথা শুনবেন- "তোর আব্বার সাথে বনিবনাটা কোনদিন হলো না" কিংবা "তোদের দিকে তাকিয়েই এক সংসারে জীবনটা পার করলাম" ইত্যাদি। আমাদের জীবদ্দশাতেই যদি আমাদের স্ত্রীদের কথা এমন হয় তবে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগে না।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সমগ্র নারী জাতির সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য (এমন কিছু সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ছেলেদেরও রয়েছে যেগুলো নারীদের পছন্দ নয়, যেমন- একাধিক নারীর প্রতি সৃষ্টিগত আকর্ষণ।তাই বলে এজন্য কি পুরুষেরা নিন্দার পাত্র হবে? যদি না হয় তবে নারীরাও তাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য নিন্দিত হবে না) এগুলো কারো মাঝে কম থাকে, কারো বেশি।এসব উপেক্ষা করুন, দেখেও না দেখার ভান করুন।**আপনার কাছে সামান্য ভাল আচরণ পেলেই আপনার স্ত্রী সমস্ত রাগ অভিযোগ ভুলে যাবে- নিশ্চিত থাকুন।তবে শরীয়তের সীমালংঘন করতে দেখলে অবশ্যই উত্তম ও যৌক্তিক উপায়ে বোঝাবেন।**

আপনার স্ত্রী যদি আপনার দেওয়া হাত খরচের মুখাপেক্ষী হয় তবে তার এই মুখাপেক্ষীতার হক আদায় করুন।প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তার হাত খরচ দিয়ে দিন।বিশেষ দিবসে অথবা মাসে নির্ধারিত হাত খরচের চেয়ে কিছুটা বাড়িয়ে দিন।যেমন- তার বই পড়ার অভ্যাস থাকলে ফেব্রুয়ারি মাসে অতিরিক্ত কিছু টাকা তার হাতে তুলে দেন।যদি আপনার স্ত্রী

গৃহিণী হয় তবে মনে রাখবেন সে আপনার সংসার ও সন্তানের জন্যই তার ক্যারিয়ার[31] স্যাক্রিফাইস[32] করেছে। এর উপযুক্ত সম্মান ও মূল্য তাকে দিন। কখনোই এই বলে খোঁটা দিবেন না যে- "বাইরে গিয়ে টাকা কামালে টের পাইতা কত ধানে কত চাল"।বাস্তবতা হলো একদিনের পুরোটা না অন্তত আধা দিন সন্তান-সংসার সামলাতে হলেও কত ধানে কত চাল তা আপনি দ্বিগুণ টের পাবেন।

কারণে অকারণে স্ত্রীর প্রশংসা করুন। সে সাজলেও প্রশংসা করুন, ঘর্মাক্ত থাকলেও করুন। তাকে ভালো লাগলেও করুন, না লাগলেও করুন। মেয়েরা স্বভাবগতভাবেই প্রশংসা পেতে চায়। কতটা পেতে চায় তা অধিকাংশ পুরুষের ধারণারও বাইরে। **সব সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কথা বলুন।** যেমন- "তুমি না থাকলে সংসারটা এত সুন্দর হতো না", "তুমি আমার জন্য, বাচ্চাদের জন্য এত করো যে আমি আসলে তোমার কাছে ঋণী" এই ধরনের কথা দৈনিক একবার হলেও বলুন। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলবেন না, একেবারে ডিরেক্ট[33] বলুন। আর প্রতিদিন কমপক্ষে একবার বলবেন যে আপনি তাকে ভালবাসেন।সরাসরি বলতে না পারলে কিছুক্ষণ হাতটা ধরে বসে থাকুন। তাকে নিশ্চিতভাবে বুঝতে দিন যে আপনি সত্যিই তাকে ভালবাসেন।তবে মৌখিক এক্সপ্রেশন[34] অনেক বড় কাজে দেয়।অনেক সময় ছেলেরা ভাবে- "আরে ও তো জানেই যে আমি কতটা..." জ্বী না। তারা জানলেও সেভাবে ফিল করে না unless you mention it.[35]

শেষ বেলায় একটা কথা বলে বিদায় নিই।**সংসার জীবনে একটু খুনসুঁটি, মনোমালিন্য হবেই।**

---

[31] [Career] পেশা, অগ্রগতি (জীবন/ ভবিষ্যত)।

[32] [Sacrifice] বলিদান, বিসর্জন।

[33] [Direct] সরাসরি।

[34] [Expression] অভিব্যক্তি, প্রকাশ।

[35] [আনলেস ইউ মেনশন ইট] যদিও না আপনি এটি উল্লেখ করেন।

তাই বলে রাগের মাথায় ঝগড়ার সময়/পরে আপনার বান্ধবী বা পরিচিত মহলে স্বামীর করবেন না। বাবা-মার কাছে তো একেবারেই করবেন না। স্বামীর নেগেটিভ[36] দিকগুলো, তা সত্য অথবা মিথ্যা, কাউকে বলে বেড়াবেন না কারণ আপনি যেটাকে 'বদগুণ' ভাবছেন সেটা হয়তো তার ক্ষণিকের দুর্বলতা মাত্র।একটা সময় যখন রাগ পড়ে যাবে তখন দেখবেন মানুষটা আসলে অতটা খারাপ নয়।এই কথা ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই বলছি।আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা এই কাজটা করবেন না। কিছু মন্দ গুন তো সব মানুষেরই আছে, আপনাদেরও আছে। কথাটা বিশেষভাবে বোনদের মাথায় রাখা দরকার কারণ তারা সাধারণত অধৈর্য হয়ে স্বামীর গীবত করে বেশি। কথাগুলো শুনলে কষ্ট লাগতে পারে। আপনার মনে হতে পারে- "কই আমি তো এমন না"।হতে পারে আপনি এমন না আবার কিছুটা এমন হতেও পারেন।আর তা না হলেও অন্তত নারীদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এমনই। তবে কথাগুলো ভাইদের জন্যও বলব।আপনি স্বামী-স্ত্রী যাই হোন, আপনার বেটার হাফের সম্মান আপনার আমানত।এই আমানতের খিয়ানত করার আগে একটিবারও কি আমরা ভাবতে পারি না ?

---

[36] [Negative] নেতিবাচক ।

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকুলে -পর্ব ৩

[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

আজ যে বিষয়টা নিয়ে লিখব সেটা হল **স্বামী-স্ত্রীর মাঝে** ‘Mutual Trust’[37] **বা পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস।** অনেকে এটুকু শুনেই নাক সিঁটকাতে পারেন যে ‘এ আর নতুন কী? এতো সবাই-ই বলে’।আসলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্কের রসায়নে নতুন কোন সূত্র/ম্যাজিক নেই। সুখী দাম্পত্যের তত্ত্বগুলো আমরা কম-বেশি সকলেই জানি আর এই গুগল-ইউটিউবের যুগে তো সেগুলো জানা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে সহজ হয়ে গিয়েছে।কিন্তু বাস্তবে আমরা কয়জন সেগুলো মেনে চলি ? তো এই ‘বাস্তবে মেনে চলা’টাই আমাদের জন্য প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ তাই কথা বলব মূলত বাস্তবে কীভাবে আমরা নিজেদের মাঝে আস্থা-বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারি কিংবা হারিয়ে যাওয়া সেই পুরনো আস্থা-বিশ্বাসের গাঁথুনি আরেকটু মজবুত করে তুলতে পারি তা নিয়ে।

যেহেতু আমাদের সমাজে বিয়ের মাধ্যমে একটি মেয়ে একেবারে নতুন পরিবেশে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং নতুন জীবনের নানাবিধ অঙ্ক মেলাতে গিয়ে হিমশিম খায় তাই এই সময় তারা বড় নাজুক অবস্থায় থাকে।এই সময় তারা খুব বেশি করে চায় তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে একটু আশ্বাস-একটু সহযোগীতা। তাই বিবাহিত জীবনের একেবারে শুরুটাই হল আস্থা-বিশ্বাস গড়ে তোলার যথার্থ সময় এবং এজন্য আমাদেরকে সচেতনভাবে কাজ শুরু করতে হবে বিবাহিত জীবনের একেবারে প্রথম দিন থেকেই।

[37] [মিউচুয়াল ট্রাস্ট] পারস্পরিক বিশ্বাস।

 # যেসব 'স্বামী'দেরকে তাদের বাবা-মা, ভাই-বোনদের ভরণপোষণ দিতে হয় তারা অনেক সময় বিয়ের পর বেমালুম বেখেয়াল থাকেন যে এখন তার ঘরে আরেকটি 'নারী' রয়েছে যারও রয়েছে তার স্বামীর উপর অধিকার। অথচ এই অধিকারটা অনেক স্বামীদের কাছে উপেক্ষিত থেকে যায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তাইতো দেখা যায় (এক প্রজন্ম আগেও খুব বেশি দেখা যেত) ঈদে কিংবা অন্য যেকোন উপলক্ষে কেউ তার বাবা-মা, ভাই-বোনদের জন্য যে 'মান' এবং 'পরিমাণ' এর বাজার করেছে নিজ স্ত্রীর জন্য তার অর্ধেকও করেনি। শুধু উপলক্ষে নয় বরং বছরের বিভিন্ন সময়েও এই অসমতা অনেক 'স্বামী' করে থাকে। অথবা করলেও তার Attitude[38] এমন ছিল যে 'নিছক দায়িত্ব পালন করলাম'। অনেকে আবার নিজ বাবা-মা, ভাই-বোনদের জন্য যা খরচ করে এবং যতটুকু করে সেগুলো নিজ স্ত্রীর কাছে লুকোতে চায়। তারা ভাবে 'আমার স্ত্রী জানলে হয়ত আমাকে এভাবে খরচ করতে দিবে না' কিন্তু আসলে এতে ফল হয় উল্টো। স্ত্রী ভেবে বসে তার উপর তার স্বামীর 'এতটুকু আস্থা নেই!' এতে কিন্তু স্ত্রীর আত্মসম্মানে খুব আঘাত লাগে।

আমার জানামতে, নিজ অধিকারটুকু ঠিকমত পেলে কোন স্ত্রী-ই তার স্বামীকে স্বামীর বাবা-মা, ভাই-বোনদের পেছনে খরচ করতে বাধা দিবে না কিন্তু স্বামী যখন নিজ বাবা-মা, ভাই-বোনদের পেছনে খরচ করতে গিয়ে নিজ স্ত্রীর হক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নষ্ট করে/লুকোতে চায় তখন এটা দাম্পত্য সম্পর্কের আস্থা-বিশ্বাস শুধু নষ্ট করে দেয় না বরং বলা যায় একেবারে শিকড় কেটে ফেলে, যদি স্বামী এই ভুল বুঝে ফিরে আসতে না পারে। এজন্যই আমাদের খালা-চাচীদের জেনারেশনে অনেক মহিলার কাছে শুনবেন- "ওর বাপতো সারাজীবন নিজের ভাই-বোনদেরই দেখে গেল, আমার দিকে তাকানোর সময় ছিলো তার?" আরেকটু আবেগপ্রবণ মহিলারা আপনজন/নিকটজনের কাছেতো সুযোগ পেলেই যুগ যুগের

[38] [আট্টিটুড] মনোভাব, দেহভঙ্গিমা।

জমানো কষ্টের ডালা মেলে দিয়ে গল্প করে কীভাবে উনাদের ‘স্বামীগণ’ নিজ বাবা-মা, ভাই-বোনদের ‘পালতে’ গিয়ে উনার দিকে ‘ফিরেও তাকায়নি’। হ্যাঁ, এসব ‘কষ্টের কিচ্ছায়’ হয়ত আবেগের বশে কিছু অতিরঞ্জন থাকে তবে অবহেলার বিষয়টিতো আর মিথ্যা নয়, নাহলে একটি প্রজন্মের সিংহভাগ ‘অর্ধাঙ্গিনী’-র এসব গল্পের উৎপত্তির হেতু[39] কী?

তবে এখানে বোনদেরকেও বলব- আপনারা আপনাদের স্বামীদেরকে তাদের বাবা-মা, ভাই-বোনদের পেছনে খরচ করতে দিতে দ্বিধা করবেন না। বিয়ের পরেও স্বামীর বাবা-মার দেখভাল করার দায়িত্ব কিন্তু স্বামীর উপরেই থাকে। এই দায়িত্ব পালনে আপনি সদা সর্বদা তাকে সাহায্য করুন, উৎসাহ দিন, তার মাঝে কোন গাফেলতি দেখলে আপনিই বরং আগ বাড়িয়ে আপনার স্বামীকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। ইনশা আল্লাহ আপনার প্রতি আপনার স্বামীর ভালবাসা বাড়বে বৈ কমবে না।

তাই **ভাইদেরকে বলি- আপনি বাবা-মা, ভাই-বোনদের পেছনে খরচ করুন, কোন কৃপণতা করবেন না। যতটুকু লাগে করুন কিন্তু এগুলো আপনার স্ত্রীর কাছে Hide[40] করবেন না কিংবা অন্যদের পেছনে খরচ করতে গিয়ে স্ত্রীর প্রাপ্যটুকু কমিয়ে দেবেন না।** তবে কোন বিশেষ প্রয়োজনে/সময়ে শার’ঈভাবে কিংবা বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে প্রাধান্যের বিষয়টি সামনে চলে আসলে বাবা-মা, ভাই-বোনদের খরচে প্রাধান্য দিতে পারেন, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে কারণটি বুঝিয়ে বলবেন। আর এই সময় স্ত্রী অযৌক্তিকভাবে বাধা দিলেও আপনি সেই বাধার কাছে নত হবেন না। তাকে যৌক্তিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করুন আপনার কর্মের কারণ। এই একটি বিষয় আমাদের সমাজে ‘স্বামীগণ’ মেনে চলতে পারলে পারস্পরিক

[39] যুক্তি, কারণ, প্রয়োজন, মূল, উদ্দেশ্য।

[40] [হাইড] গোপন।

আস্থা-বিশ্বাস কত উন্নত পর্যায়ে উপনীত হতে পারে তা হয়ত আমরা ভাবতেও পারছি না। আল্লাহ সহায়ক!

 # পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য একেবারে বাসর রাতেই আপনি প্রথম পদক্ষেপটি নিতে পারেন। এটি আমাকে আমার এক উস্তাদ বলেছিলেন আর তা হল- বাসর রাতেই স্ত্রীকে সারাজীবনের জন্য নিজ বাবার বাসায় বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়া। অনেকে হয়ত ভাবছেন- ‘এতে অনুমতির কী আছে? যখন ইচ্ছা যাবে...’ আসলে শার’ঈভাবে চিন্তা করলে বিষয়টা একটু অন্যরকম। বিয়ের পর একজন স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজ বাবার কাছে যখন ইচ্ছা তখনই যেতে পারে না। কারণ, বিয়ের পর স্বামীর হকের বিষয়টা সামনে এসে যায়। তাই দ্বীনদার বোনেরা অনেকেই বিষয়টা নিয়ে কিছুটা পেরেশানির মধ্যে থাকেন যে, যে প্রাণপ্রিয় বাবার ঘরের আদরের দুলালী হয়ে ছিলেন এতদিন সেই বাবার কাছে ‘যখন মন চাইবে তখনই’ আসতে পারবে তো ? তাই, আপনি বিয়ের রাতেই এই বিষয়ে তাকে সাধারণ অনুমতি দিয়ে দিন। দেখুন এতে কি কাজ হয়!

এক্ষেত্রে, শুধু এক্ষেত্রে নয় বরং **বিবাহিত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, চিন্তার ভারসাম্যটা খুব জরুরী।** আপনি বাসর রাতে স্ত্রীকে অনুমতি দিয়ে দিলেন মানেই এই নয় যে, আপনি পরবর্তীতে তাকে কখনো নিষেধ করতে পারবেন না। বাস্তবতার নিরিখে এবং প্রয়োজনের সাপেক্ষে যেকোন মানের বুঝদার স্ত্রী-ই বুঝে নেবেন যে কখন তার বাবার কাছে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। কেউ আবার একে ‘মিথ্যা আশ্বাস’ বলে ভুল বুঝবেন না। আসলে বোঝাতে চাইছি, স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই প্রতিটি বিষয়েই বাস্তবতার চাহিদা ও চিন্তার ভারসাম্য মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

 # পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস অর্জনের জন্য আমরা আরেকটি কাজ করব আর তা হল-পরস্পরকে পরস্পরের 'অতীত' নিয়ে কোন প্রশ্ন করব না। যে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি তাতে বিবাহপূর্ব কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াটা বলা যেতে পারে আমাদের সমাজে এক প্রকার 'Norm'[41] হয়ে গিয়েছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ, এখনও এমন অনেক ভাই-বোন রয়েছেন যাদেরকে সমাজের এই ব্যাধি স্পর্শ করতে পারে নি। তো, আমাদের কারোরই উচিত নয় বিয়ের পর spouse[42] কে এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা কিংবা সন্দেহ পোষণ করা। কারণ, সে স্বীকার করুক আর না-ই করুক, তার সম্পর্ক থাকুক আর না-ই থাকুক, বিয়ের পর এগুলো জেনে আপনার অশান্তি ব্যতীত কোন ফায়দা নাই। এমন অনেকের কথা শুনেছি যারা ভাবত তার স্বামী/স্ত্রীর বিবাহপূর্ব সম্পর্ক থেকে থাকলেও তার এমন কিছু খারাপ লাগবে না। কিন্তু সম্পর্কের কথা জানার পরই সংসারে সন্দেহ-সংশয় আর অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। শয়তানের কী সূক্ষ্ম চাল!

কেউ কেউ আবার একটু বেশি 'সাধু' সেজে আগ বাড়িয়ে নিজে বিয়ের আগে কী কী 'আকাম' করেছে spouse এর কাছে সেগুলোর বিবরণ দেয়। এটা হল মূর্খতার উপর মূর্খতা। **আপনি বিয়ের আগে কী করেছেন সেগুলো কখনও আগ বাড়িয়ে বলতে যাবেন না, এমনকি রসিকতার ছলেও না। ঠিক তেমনি আপনার spouse বিয়ের আগে কী করেছে সেগুলোও কখনও আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে যাবেন না, এমনকি রসিকতার ছলেও না।**

 # স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের মোবাইল নিয়ে 'গবেষণা' (!) কিংবা 'গোয়েন্দাগিরি' করবেন না। যদিও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন পর্দা নেই কিন্তু স্বামী/স্ত্রীর মোবাইলে এমন কিছু থাকতে

[41] [নোর্ম] আদর্শ, প্রথাসিদ্ধ আচরণ, ধাঁচ, নিয়ম।

[42] [স্পুস]পত্নী, স্ত্রী।

পারে যা পর্দার কারণে স্ত্রী/স্বামীর জন্য দেখা জায়েয নয়।আমি শার’ঈভাবে হালাল জিনিষের কথাই বলছি আর হারামতো সর্বাবস্থায় উভয়ের জন্যই পরিত্যাজ্য। এছাড়াও শয়তানের ওয়াসওয়াসায় spouse এর মোবাইলে-ম্যাসেঞ্জারে-ই-মেইলে দেখা/পড়া ম্যাসেজ বা অন্য কিছু থেকেও অনর্থক সন্দেহ মনে দানা বাঁধতে পারে। তাই spouse এর মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আজ থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ!

 # পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস নষ্টের জন্য দায়ী আরেকটি ‘আপাত নিরীহ’ অস্ত্র হল- স্বামী কর্তৃক দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে রসিকতা। এই রসিকতা সরাসরি স্ত্রীর সাথেই হোক কিংবা নিজ বন্ধুমহলেই হোক (যদি স্ত্রী জানতে পারে)-এটি আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর আস্থা একেবারে চুরমার করে দিবে যদি আপনি এই রসিকতাকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেন। পাশাপাশি আপনি যা করবেন না তা নিয়ে স্ত্রীকে দিনের পর দিন মানসিক কষ্টে ও চাপের মধ্যে রাখাটা কতটা মানবীয় আচরণ ? আপনি হয়ত রাতের বেলা রসিকতা করে ঘুমিয়ে যাবেন, ঘুম থেকে উঠেই আবার সবকিছু ভুলে যাবেন। কিন্তু আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে এমনটা হবে না। আপনার ঐ রসিকতাই দিনের পর দিন সূঁচের মত সন্দেহের খোঁচা দিতে থাকবে তাকে।এটি কি আপনার জন্য খুব সুখনীয় কিছু? আপনি সত্যিকার অর্থেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে আগ্রহী হলে এবং নিছক আবেগ না দিয়ে বরং বাস্তবতা ও প্রয়োজনের তাগিদে দ্বিতীয় বিয়ে করার সুস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে ‘ফালতু রসিকতা’ না করে দ্বিতীয় বিয়েটা করে ফেলুন। কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে রসিকতা করে অনেক ‘দ্বীনি ভাই’ও ইসলামের একটি বিধানকে তাচ্ছিল্যের বস্তু বানিয়ে দিচ্ছেন। এটি কি গুনাহের কাজ নয় ভাইয়েরা ?

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকূলে -পর্ব ৪

[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

দাম্পত্য সুখের Golden Rule[43] থেকে একটি হল- 'ঋণমুক্ত থাকা'।

আমার যখন বিয়ে ঠিকঠাক হয় তখন একদিন আব্বা আমাকে ঘটা করে ডাকলেন কথা বলার জন্য। আমাদের মাঝে সব কথাতো দৈনন্দিন জীবনের ফাঁক-ফোকরেই হোত তাই সাধারণত ছোটবেলায় পাটিগণিত করানো ছাড়া আমাকে ঘটা করে ডেকে কথা বলা তেমন তার হয়ে ওঠেনি। এজন্যই সেদিন আন্দাজ করেছিলাম তিনি হয়ত 'বিশেষ কিছু' বলতে চাচ্ছেন।যাই হোক, সেদিন আব্বা বলেছিলেন- "সবসময় নিজের উপার্জনের ওজন অনুযায়ী চলবা আর নিয়মিত সঞ্চয় করবা ভবিষ্যতের জন্য।Cut your coat according to your cloth[44] কথাটাতো আর এমনি এমনি আসেনি। মনে রাখবা, মানুষ অভাবে পড়ে তার উপার্জনের কমতির জন্য না বরং বেহিসাবী ব্যয়ের জন্য।আর ঋণমুক্ত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো, কখনও মানুষের কাছে ঋণগ্রস্থ হয়ো না"।

কথাগুলো আমি আমার 'দাম্পত্য ডায়েরি' তে লিখে রেখেছিলাম।এই কথাগুলোর কোন মূল্যমান কোন মানুষের পক্ষে নির্ণয় করা অসম্ভব। কথাগুলো আমার মনে এতটাই দাগ কেটেছিল যে, খুব সম্ভবত আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই কথাগুলো ভুলব না এবং আমার সন্তানদেরকেও আমি একই নাসীহা দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এই কথাগুলোকে দাম্পত্য জীবনে সুখে থাকার 'Golden Rule' বললেও অত্যুক্তি[45] হবে না।অযোগ্য সন্তান হিসেবে

---

[43] [গোল্ডেন রুল] সোনালী নীতি, সুখময় নীতি।

[44] [কাট ইওর কোট একোর্ডিং টু ইওর ক্লোথ] "আপনার কাপড় অনুযায়ী আপনার কোট কাটা" (প্রবাদ বাক্য)।

[45] অতিশয়োক্তি; অতিরঞ্জিত বর্ণনা।

আব্বা-আম্মার অনেক কথা মানতে না পারলেও সেদিন আব্বার বলা এই কথাটা আমি আমার দাম্পত্য জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি আলহামদুলিল্লাহ এবং এর ফলও আমি পেয়েছি।আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাকে কখনও কারো কাছে ঋণ নেওয়াতো দূরের কথা, মাসের শেষে গিয়ে হাতখরচের সামান্য টাকাও ধার করতে হয়নি।এ শুধু আল্লাহরই প্রশংসা যিনি তার এক বান্দাকে অভাবমুক্ত রেখেছেন আরেক বান্দার উসীলায়। তাই আমি married/going to be married[46] ভাই-বোনদেরকে বলব, আমার বাবার কথাগুলো আপনারাও আপনাদের দাম্পত্য জীবনে মেনে চলুন, দেখবেন সংসার কতটা মধুর হয়। আপনার মাসিক আয় যত কমই হোক না কেন, অবশ্যই অবশ্যই সামান্য পরিমাণ টাকা হলেও নিয়মিত সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন।আয়ের কমতি যেন আপনার সঞ্চয়ের ব্যর্থতার কারণ না হয়।আর 'বাধ্যতামূলক' সঞ্চয়টুকু করার পর আপনি যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে (স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আর বিলাসীতার সাথে-দুটো বিষয় এক নয়) চলতে পারেন সেভাবেই চলুন।আপনার যদি সহজে স্মার্টফোন কেনার সামর্থ্য না থাকে তবে শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য জোর করে টাকা ধার করে বা নিজের উপর চাপ নিয়ে তা কিনতে যাবেন না, অফিসের কলিগদের[47] মত 'ব্র্যাণ্ডের কাপড়' পরার সামর্থ্য না থাকলে মার্জিত ও রুচিশীল স্বল্প দামের কাপড়ই পরুন।আপনার সৌন্দর্য! কাপড় কিংবা মোবাইলের ব্র্যাণ্ডে নয়, আপনার সৌন্দর্য আপনার রুচিশীলতা ও মানসিকতায়।এগুলো উদাহরণ মাত্র।একই ধরণের ভুল আমরা অহরহ করে থাকি। সামর্থ্য নাই ইচ্ছামত জিনিষ কেনার, ব্যস- একটা ক্রেডিট কার্ড নিয়ে নিই আর ইচ্ছামত 'শপিং' করে টাকা উড়াই।সেখানেও লিমিট শেষ হয়ে গেলে তখন মানুষের কাছে হাত পাতি ক্রেডিট কার্ডের বিল দেওয়ার জন্য।সাথে যুক্ত হয় মানুষের পাওনা পরিশোধের অতিরিক্ত মানসিক চাপ।

---

[46] [ম্যরিড/গোয়িং টু বে ম্যরিড] বিবাহিত/বিবাহিত হতে যাচ্ছে...

[47] [colleague] সহকর্মী, সহযোগী (প্রতিবেশী)।

ঋণগ্রস্থতা এমন এক অভিশাপ যা আপনার দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তিকে নিমিষেই তছনছ করে দিতে পারে। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক স্বামী তার পরিবারের ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য। এই দায়িত্ব পালনে স্বামী যখন 'নিজ দোষেই' অক্ষম হয়ে পড়ে তখন স্ত্রী-সন্তানদের শাসন করার জন্য প্রয়োজনীয় 'জোর'টুকু সে হারিয়ে ফেলে।একজন বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীকে যদি তার বাবার ঘর থেকে টাকা এনে স্বামীর সংসারের অভাব মেটাতে দিতে হয় তবে সেই স্বামীর জন্য এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না।আর এ ধরণের অভাবের মুখোমুখি হয়েই অনেক পরিবারের মেয়েরা বাইরে আসে চাকরি-বাকরি করে সংসারে 'সাপোর্ট' দেওয়ার জন্য। এসব ভাইদেরকে বলি, কী দরকার ছিল শুরুতে সেই 'ঠাটবাট[48]' বজায় রাখার জন্য ঋণগ্রস্থ হওয়ার? সেদিন সমাজের চোখে তথাকথিত 'লেভেল' বজায় রাখার চিন্তাটুকু বাদ দিলে আজ আপনার স্ত্রীকে জীবন ও সম্ভ্রমের ঝুঁকি নিয়ে বাইরে কাজ করতে হোত না।

তবে এখানে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই।অনেক ভাই আছেন যারা তাক্বদীরের নির্ধারণে এবং নিজেরা ঋণ থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পরও পরিস্থিতির খাতিরে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন।আমি নিশ্চয়ই তাদের কথা বলছি না।এ ধরণের ভাইদেরকে সাহায্য করতে ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দেয় বলেই সুদবিহীন ঋণকে (কর্জে হাসানা) অনেক বড় সাওয়াবের কাজ হিসেবে ইসলাম চিহ্নিত করেছে। আবার অনেক মা-বোনদেরকেও পরিস্থিতি ও বাস্তবতার খাতিরে কাজে নামতে হয়, তারাও আমার উপরোক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নন।

[48] ঠাটবাট বি. জাঁকজমক; পশার-প্রতিপত্তি; লোকলৌকিকতা; শোভনতা।

দাম্পত্য সুখের দ্বিতীয় আরেকটি Golden Rule হল- ‘সাদাক্বাহ’।

স্বামী একাই যদি উপার্জনক্ষম হয়ে থাকে তবে স্বামীর উচিত নিয়মিত ভিত্তিতে সাদাক্বাহ করা।আর স্ত্রী উপার্জনক্ষম হয়ে থাকলে কিংবা স্বামীর কাছ থেকে হাতখরচ নিলে তারও উচিত তার সম্পদ থেকে সামান্য পরিমাণ হলেও নিয়মিত ভিত্তিতে (সাপ্তাহিক/মাসিক) সাদাক্বাহ করা।এতে যে একটা সংসারে কী পরিমাণ বরকত আসে তা বলে/লিখে বোঝানো অসম্ভব। খুব ভাল হয় যদি স্বামী-স্ত্রী একত্রে অন্তত একজন ইয়াতিমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারেন।আমার পরিচিত এক বোন ও তাঁর স্বামী এই কাজটি করে থাকেন। তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন সেই ইয়াতিমের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাঁদের সংসারে শুধু বরকত আর বরকত আসতেই আছে! সুবহানাল্লাহ! ফালিল্লাহিল হামদ!

স্বামী-স্ত্রীর উচিত সাধারণ সাদাক্বাহ-র পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কোন সাদাক্বাহ করা।হতে পারে কোন ইয়াতিমের নিয়মিত সকল খরচ বহন করা কিংবা কোন মসজিদ/মাদ্রাসায় প্রতি মাসে কিছু টাকা সাদাক্বাহ করা।অনেকে হয়ত ভাবছেন ‘এত সাদাক্বাহ করার টাকা কোথায় পাব?’। এটা একটা অমূলক আশঙ্কা। কারণ, সাদাক্বাহ-র পরিমাণের চেয়ে মুখ্য হল ইখলাস।দূর্বল ইখলাস নিয়ে লক্ষ টাকা দান করার চেয়েও খাঁটি ইখলাস নিয়ে একশ টাকা দান করা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।তাই অতি সামান্য পরিমাণ হলেও নিয়মিত দিন, এমনকি মাসে পঞ্চাশ টাকা বা তার কম হলেও।

নিয়মিত আমলের অন্যতম একটা ফযীলত হল, যতদিন সামর্থ্য আছে ততদিন সাদাক্বাহ করে গেলে যদি আল্লাহ আপনাকে ভবিষ্যতে এই সাদাক্বাহ করা থেকে অক্ষম করে দেন কিন্তু আপনার অন্তরে ঐ সাদাক্বাহ করার তামান্না থাকে তাহলেও আপনি নিয়মিত ঐ সাদাক্বাহ করার সাওয়াব পেতে থাকবেন।সুবহানাল্লাহ! এর চেয়ে বেশী আর কি চাই!

দাম্পত্যসুখের ৩য় Golden Rule হল- 'জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং কানকে সজাগ রাখা'।

আগে প্রথম অংশটুকু বাখ্যা করি।অর্থাৎ অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা এবং বিশেষত মনোমালিন্যের সময় যথাসম্ভব চুপ থাকা সংসারে শান্তি রক্ষার্থে অপরিহার্য। এইদিক দিয়ে মেয়েরা অনেকটা দূর্বল বলে ছেলেদেরকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুপ থাকার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়।তবে অবশ্যই স্ত্রীদেরও উচিত এই চুপ থাকার গুণ অর্জনে যথাসম্ভব চেষ্টা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র 'স্বামীর দায়িত্ব' বলে ভুলে না যাওয়া। হয়ত মেয়েরা এই বিষয়ে সৃষ্টিগতভাবেই দূর্বল আর তাই এই নিয়ে তাদেরকে খোঁটা না দিয়ে আমাদের উচিত তারা যখন ভাল মুডে থাকে তখন তাদেরকে Reminder[49] দেওয়া। আর যদি স্বামী-স্ত্রী একটা পারস্পরিক সিদ্ধান্তে আসতে ও মেনে চলতে পারেন যে- 'যখন একজন চেঁচামেচি শুরু করবে তখনই আরেকজন চুপ হয়ে যাবে' তবে দাম্পত্য কলহ এবং অশান্তি অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব।

এবার আসি দ্বিতীয় অংশের বাখ্যায়। 'কানকে সজাগ রাখা' অর্থ হল- আপনার স্ত্রী যখন আপনাকে কিছু বলবে তখন মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনবেন।যদি একান্ত ব্যস্ততার কারণে শুনতে না পারেন তবে প্রথমেই জানিয়ে দিন যে আপনি এখন ব্যস্ত আছেন এবং ফ্রী হলে তার কথা শুনবেন। একদিকে আপনার স্ত্রী কথা বলেই যাচ্ছে আর আপনি মোবাইল/টিভি/ল্যাপটপ স্ক্রীনে বুঁদ[50] হয়ে আছেন-এমন দৃশ্য মেয়েদের জন্য খুব সুখকর নয়।আবার শুধু হুঁ হাঁ করে দায়সারাভাবে শুনে পার করে দিলেও সমস্যা যাবে না বরং আরো বাড়তে পারে।তাই স্ত্রীর কথা শুনে বুঝতে চেষ্টা করুন সে আসলে কী চায়? আপনার কাছে কোন পরামর্শ চায় নাকি শুধুই তার মনের আবেগটুকু প্রকাশ করতে চায়।সে পরামর্শ চাইলে আপনি পরামর্শ দিন আর শুধু আবেগের প্রকাশ ঘটালে আপনিও তাকে বুঝতে দিন যে,

---

[49] [রিমাইন্ডার]উপদেশ, অনুস্মারক।

[50] বিভোর, বিহ্বল, অভিভূত (নেশায় বুঁদ হওয়া)।

আপনার কাছে তার আবেগের মূল্য আছে। অযাচিত পরামর্শ কিংবা পেরেশানির মুহূর্তে রোমান্স- কোনটাই সুখকর অভিজ্ঞতা নয়!

মন্তব্যঃ

মুহতারাম "Ibrahim Al Hindi"

নিয়মিত আমলের অন্যতম একটা ফযীলত হল, যতদিন সামর্থ্য আছে ততদিন সাদাক্বাহ করে গেলে যদি আল্লাহ আপনাকে ভবিষ্যতে এই সাদাক্বাহ করা থেকে অক্ষম করে দেন কিন্তু আপনার অন্তরে ঐ সাদাক্বাহ করার তামান্না থাকে তাহলেও আপনি নিয়মিত ঐ সাদাক্বাহ করার সাওয়াব পেতে থাকবেন।সুবহানাল্লাহ! এর চেয়ে বেশী আর কি চাই!

এ কথাটি অনেক গুরুত্বপূর্ন।ভালোভাবে উপলব্ধি করা দরকার।আল্লাহ লেখক ও পোস্টকারী ভাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

মুহতারাম "বদর মানসুর"

একজন মুজাহিদ ভাই ময়দানে যেমন বীর হোন, তেমনিভাবে পরিবারেও গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।আর পরিবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য-ই ধারাবাহিকভাবে এই পোস্ট দিয়ে যাওয়া।

একজন মুজাহিদ ভাই যদি পরিবারে গ্রহণযোগ্য হোন, তাহলে ওই একজন ভাইয়ের মাধ্যমে পুরো একটি পরিবার মুয়াফিক হওয়া সম্ভব ইনশাআল্লাহ।আর যদি মুজাহিদ ভাই পরিবারে গ্রহণযোগ্য না হোন, তাহলে একজন ভাইয়ের একটি বাজে আচরণের মাধ্যমেই পুরো একটি পরিবার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারেন।আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে উত্তম আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকুলে –পর্ব ৫

[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

দাম্পত্য রসায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ Catalyst[51] হল স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধাবোধ। শুধুমাত্র এটুকু পড়ে আপনি নাক সিঁটকাতে পারেন যে, এই কথা কি স্ট্যাটাস দিয়ে বলা লাগে? আসলে আমি শ্রদ্ধাবোধ বলতে কী বুঝাচ্ছি সেটা খোলাসা করা দরকার। এই 'শ্রদ্ধাবোধ' এর অর্থ হল- স্বামীর সিদ্ধান্ত, পছন্দ ও জ্ঞানের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা।বাস্তবতা এটাই যে আল্লাহ স্বামীদেরকে সংসারের কর্তা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন যোগ্যতার বীজ তাদের মাঝে বুনে দিয়েছেন। কেউ এই বীজকে মহীরুহে পরিণত করে আদর্শ স্বামী হতে পারে আবার কেউবা এই বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে স্বামীত্বের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।কিন্তু ঐ বীজের পরিণতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ যে তাদেরকে Authority[52]-র জন্য নির্ধারণ করেছেন এতো ধ্রুব সত্য।

বোনদেরকে বলি, "স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ" এর অন্তর্ভুক্ত হল- কথায় কথায় আপনার স্বামীর সিদ্ধান্তে/চিন্তায় ভুল ধরবেন না, তাকে পদে পদে সংশোধন করতে যাবেন না। যতক্ষণ সে শরীয়তের সীমারেখার মাঝে আছে এবং বড় কোন ক্ষতির ঝুঁকিতে না পড়ছে ততক্ষণ তাকে নিজের ভুল থেকে শুধরাতে দিন।আর স্বামীদের এই ক্ষেত্রে উচিৎ হল নিজের ভুল বুঝতে পারলে সাথে সাথে তা সংশোধন করে নেওয়া এবং ইগো[53]-র বশে কিংবা স্ত্রীর কাছে "ছোট হওয়া"-র মত অহেতুক আশঙ্কা থেকে নিজের ভুলের উপর গোঁ ধরে বসে না

---

51 [ক্যাটালিস্ট] অনুঘটক, প্রভাবক।

52 [অথরিটি] কর্তৃত্ব, কর্তা, কর্তৃপক্ষ।

53 [Ego] আমিত্ব, আমিত্বভাব, আমিত্ববোধ; অহংকার; আমিত্বের সত্তা।

থাকা। অনেক ভাইকে দেখেছি যারা নিজের ভুল জেনেও শুধুমাত্র স্ত্রীর কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়ে চিল্লাপাল্লা করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। স্বামীদের এমন আচরণ কিন্তু তাদের আল্লাহ প্রদত্ত ঐ সম্ভাবনার বীজকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে।

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এর অর্থ এটাও যে আপনি সংসারে তার Authority[কর্তৃত্ব]-কে চ্যালেঞ্জ করবেন না এবং এমন কিছু বলবেন না বা করবেন না যাতে আপনার স্বামীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কর্তৃত্বের প্রতি আস্থাশীল নন। এখন বোনদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, "তাহলে কি ও যা ইচ্ছা করবে, বলবে আর আমি শুধু মুখ বুজে শুনব?" জ্বী না, আপনি মুখ বুঝে শুনবেন না বরং এক্ষেত্রে হিকমাহ-র সাথে আপনার স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করুন। দৈনন্দিন জীবনের কথা-বার্তা, হাস্য-রসের আড়ালে আপনি তাকে বুঝতে দিন যে, তার Authority নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট কিন্তু তার এই Authority আপনাদের পরিবারের জন্য আরও বেশি Fruitful[54] হতে পারে যদি সে অমুক অমুক বিষয়গুলো এভাবে না ভেবে/করে ওভাবে ভাবে/করে। নিশ্চিত থাকুন, একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামী ছাড়া আর কেউ এমন পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারে না।

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বলতে এও বুঝায় যে, আপনার কিংবা আপনার স্বামীর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা বন্ধু-কলিগদের সামনে আপনার স্বামীকে ছোট করে কিছু বলবেন না, হোক তা আপনার স্বামীর সামনে বা পেছনে। অনেকে স্বামীর নামে টিটকারি দিয়ে বলে (কিংবা ভাবে)- "আরে এটাতো ভালোবাসার প্রকাশ!" আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসার প্রকাশ আপনারা অন্যভাবে করুন, স্বামীকে নিয়ে মজা করে (সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক) তথাকথিত ভালোবাসার প্রকাশ করবেন না। এই একই বিষয় স্বামীদের

---

[54] [ফ্রুইটফুল] ফলপ্রসূ।

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনারাও আপনাদের স্ত্রীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে চাইলে তার কিংবা আপনার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা বন্ধু-কলিগদের সামনে আপনার স্ত্রীকে ছোট করে কিছু বলবেন না, হোক সেটা তার সামনে বা পেছনে। মজার নামে স্পাউসকে[অর্ধাঙ্গিনী] নিয়ে ছোট করে কথা বলা কিংবা টিটকারি মারা ‘স্বামীত্ব’ এবং ‘স্ত্রীত্ব’ উভয়ের মর্যাদাই নষ্ট করে দিতে পারে চিরতরে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে অনেক প্যাঁচাল পাড়লাম। ভবিষ্যতেও এই প্রসঙ্গে আবার কিছু মাথায় আসলে বলব ইনশাআল্লাহ।এই বিষয়টা আসলে এমন যে, স্বামী/স্ত্রী যেই শুনুক না কেন, মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু চোট লাগে। কিন্তু সংসার জীবনকে রঙ্গিন করে সাজাতে হলে এই চোটটুকু নিতে ও সারাতে শিখতে হবে।

যাই হোক, এবার একটু ভিন্ন কথা বলে আজকের মত বিদায় নেব ইনশাআল্লাহ।**অনেক সময় স্ত্রীগণ অভিযোগ করে থাকেন যে, তাদের স্বামীগণ অফিসে/কাজে এত বেশী ব্যস্ত যে বাসায় ফেরার পর স্ত্রী-সন্তানকে দেওয়ার মত সময় তার থাকে না কিংবা দিতে চায় না।** এ নিয়ে বোনদের অভিযোগের অন্ত নেই! এটা ঠিক যে, অনেক ভাই (বিশেষত যারা পুরনো বিবাহিত) পেশাগত ব্যস্ততার পর বাড়ির চেয়ে বন্ধু মহলে আড্ডা দেওয়ার মাঝেই একটু প্রশান্তি খুঁজে পান (এর কারণও কিন্তু দাম্পত্য রসায়ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকা)। কিন্তু অনেক ভাই-ই আছেন যারা অফিসে থাকাকালীন সারাক্ষণ মুখিয়ে থাকেন কখন বাসায় ফিরে একটু বিশ্রাম নিবেন! হয়ত কাজের চাপে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক দেরিতেই তিনি বাসায় ফিরেছেন কিন্তু তাই বলেতো বাসায় ফেরার প্রতি তার যে প্রবল আকাঙ্খা সেটাতো মিথ্যা নয়, সেখানে তো কোন খাদ নেই! তাহলে কীভাবে তার উপর এই অভিযোগ আরোপ করা যায় যে ‘স্ত্রী-সন্তানকে সে সময় দিতে চায় না’? আর স্বাভাবিকভাবেই কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পর (বিশেষত ঢাকা শহরে) ছেলেরা এত ক্লান্ত থাকেন যে, বাড়ি ফিরেই

স্ত্রীকে Hug[মধুময় সময়] দেওয়ার মত মানসিক অবস্থা তাদের থাকে না। তাই এই বিষয়টা স্ত্রীগণ খুব স্বাভাবিকভাবে নিবেন যে আপনার স্বামী কাজ থেকে বাসায় ফেরার পর একটু নিজের মত সময় কাটাতে চাইবে। এই সময়টার অধিকার শুধু তারই হাতে দিয়ে দিন আর আপনি যেটা করতে পারেন তা হল এই সময়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি কিংবা ঘরের কাপড় এগিয়ে দিয়ে তার ভার কিছুটা লাঘব করুন। সে যত দ্রুত Relaxed[স্বচ্ছন্দ] হবে তত দ্রুতই আপনাকে Miss[স্মরণ] করা শুরু করবে! বিশ্বাস না হলে এর উপর নিজে আমল করেই দেখুন না! **তাই স্বামী বাসায় ফেরার পর তার কাছে দ্রুত মনোযোগ পেতে হলে দ্রুত তার ভার লাঘব করার চেষ্টা করুন এবং বাসায় ঢোকার সাথে সাথেই তার কাছে নিজের জন্য সময় চাইবেন না কিংবা সাংসারিক, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কোন ব্যাপারে অভিযোগ করবেন না।**

স্ত্রীগণ মনে রাখবেন, প্রত্যেকটা সংসারের স্বামীদের মনে অন্যতম যে চিন্তা কাজ করে সেটা হল তার পরিবারের Financial Security.[আর্থিক নিরাপত্তা]। তার উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী-সন্তানগণ কীভাবে চলবে এই চিন্তা প্রত্যেক স্বামীর মনে অহরহ ঘুরপাক খায়। আপনার স্বামী যে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত গাধার খাটুনি খেটে বাসায় ফিরছে তা শুধুমাত্র এই চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই! তাহলে বলুন, তার এই ভোর-রাত পর্যন্ত কাজ করা নিয়ে অভিযোগ করা কি স্ত্রীদের সাজে? হ্যাঁ, আপনাদের মনে কষ্ট লাগে আর এই কষ্ট লাগাটাই স্বামীর প্রতি আপনাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ভালোবাসা দিয়েই হতে হবে, বিরক্তি বা অভিমান দিয়ে নয়। তবেই আপনার স্বামী আপনার ভালোবাসা অনুধাবন করতে পারবে, অন্যথা শুধু ভুল বোঝাবুঝিই বাড়বে।

মন্তব্যঃ

মুহতারাম "Ibrahim Al Hindi"

একজন মুজাহিদ ভাই ময়দানে যেমন বীর হোন, তেমনিভাবে পরিবারেও গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্চনীয়। আর পরিবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য-ই ধারাবাহিকভাবে এই পোস্ট দিয়ে যাওয়া।

একজন মুজাহিদ ভাই যদি পরিবারে গ্রহণযোগ্য হোন, তাহলে ওই একজন ভাইয়ের মাধ্যমে পুরো একটি পরিবার মুয়াফিক হওয়া সম্ভব ইনশাআল্লাহ। আর যদি মুজাহিদ ভাই পরিবারে গ্রহণযোগ্য না হোন, তাহলে একজন ভাইয়ের একটি বাজে আচরণের মাধ্যমেই পুরো একটি পরিবার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে উত্তম আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

-বদর মানসুর

মুহতারাম "Ibrahim Al Hindi"

এ লেখাটিতে বেশিরভাগ উপদেশগুলো বোনদের দেওয়া হয়েছে। আসলে আমাদের সমাজের বাস্তবতা এমনই। স্বামী রাতে বাসায় ফিরলে স্ত্রী অভিমান করে থাকে বা এমন আচরণ করে,যা সহ্য করার মত না। ফলে স্বামীও রাগে হট হয়ে থাকে। কথা কাটাকাটি হয়,পরে শুরু হয় মারপিট ও তুমুল কান্ড। যা বলার মত নয়। সর্বশেষ পরিস্থিতি হয়.তুই তিন তালাক,তোর মা তালাক,তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী তালাক। আর স্বামীকে ক্ষেপানোর পিছনে দোষ থাকে মূলত স্ত্রীর।

আমাদের উচিত মা-বোনদের কাছে এ আর্টিকেলগুলো পৌঁছে দেওয়া।

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকূলে -পর্ব ৬

[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

ক. প্রথম কথাটি আমাদের ভাইদের তথা স্বামীদের উদ্দেশ্যে। ছেলেরা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কম আবেগী এবং অধিক যুক্তিবাদী বলেই হয়ত স্ত্রীদের অনেক আহ্লাদ-আবদারকে যুক্তির ছাঁচে ফেলে বাতিল করে দেয়। স্ত্রীদের সকল আবেগ-আহ্লাদ-অভিযোগকে যুক্তি দিয়ে প্রত্যাখান করা এমনকি বিচার করতে যাওয়াও বোকামি। এতে সমাধানতো হয়ই না বরং আরও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। ভাইয়েরা এখন থেকে একটা কথা মাথায় সেটআপ দিয়ে নিন- **“স্ত্রীগণ তাদের সকল অভিযোগ-আবদার শুধু পূরণ করার জন্যই স্বামীর কানে দেয় তা না বরং অনেক সময় তারা শুধু এতটুকুই চায় যে কেউ তার অভিযোগ-আবদারগুলো অন্তত মন দিয়ে শুনুক।’** সুতরাং এসব ক্ষেত্রে আপনি যদি সাময়িকভাবে যুক্তিকে একপাশে সরিয়ে রেখে শুধু মন দিয়ে (দিতে না পারলেও অন্তত দেওয়ার ভান করে) তার কথাগুলো শুনুন এবং তাকে সান্ত্বনা দিন, কিছু ভালোবাসার কথা বলুন। বোঝাতে চেষ্টা করুন যে, আপনি তার সকল আবদার মেটাতে যদি নাও পারেন অন্তত তার পাশে আছেন। সেই সাথে কথা এবং তর্কে ভুলেও কখনও স্ত্রীর সাথে প্রতিযোগীতা করবেন না। একজন শায়খ বলেছিলেন- **“স্ত্রীকে জয় করার দুটি হাতিয়ার হল- দয়া এবং নীরবতা”**। সুবহান আল্লাহ! এই গুণ দুটি যে কত পাহাড়সম দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে ভাবাও যায় না।

খ. আমাদের সমাজে অহরহ যে দাম্পত্য সমস্যাগুলো ঘটে সেগুলো একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ সমস্যার মূল সূত্রপাত হয় জিহ্বার অসংযত ব্যবহার থেকে। আমরা স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই যদি আমাদের জিহ্বাকে আরেকটু সংযত করতাম তবে আমরা যেমন অনেক দাম্পত্য সমস্যা থেকে মুক্তি পেতাম তেমনি বিচ্ছেদের ছোবল থেকে বেঁচে যেত আমাদের সমাজের হাজারো সংসার। এই জিহ্বার অসংযত ব্যবহার হতে

পারে অনেক উপায়ে, তন্মধ্যে কিছু আছে যেগুলো আমাদের স্বামী-স্ত্রীরা বেশি করে থাকে অথচ এগুলো একেবারে Nonsensical[অযৌক্তিক] আচরণ।আমার কথাটা একটু বেশি রূঢ লাগতে পারে, দুঃখিত। কিন্তু আমি এটাই মনে করি। অনেক স্বামীর কথা শুনেছি, কথায় কথায় স্ত্রীকে বলে- "চলে যাও তোমার বাপের বাড়ী।" এই কথা শুরুতে অনেক স্ত্রীই এড়িয়ে গেলেও একসময় দেখা যায় ঠিকই ব্যাগ গুছাতে শুরু করে।কিছুক্ষণ পর স্বামী বেচারার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসলে তখন লজ্জার মাথা খেয়ে বউ এর রাগ ভাঙ্গাতে যায়। আর ততক্ষণে স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে গেলেতো শ্বশুরবাড়ির সামনে নিজের মান সম্মানের বারোটা বাজে। খুব দুঃখ লাগে যখন দেখি, এতটুকু আত্মসম্মানবোধও অনেক স্বামীরই নাই। এরা ঝগড়া করে স্ত্রীকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারাটা নিজের ক্রেডিট মনে করে। অনেক স্বামী-স্ত্রী আছে যারা কথায় কথায় একজন আরেকজনকে বলে – "তোমার ভাত মুখে তুলব না", স্ত্রীদের একটা কমন ডায়ালগ হল- "তোর বাপ আমাকে জীবনে অমুক জিনিষটা দিল না", "তোর বাপের সংসারে জীবনে শান্তি কী জিনিষ বুঝলাম না", "তুমি আমারে কী দিসো এই জীবনে?" ইত্যাদি। এসব কথাই হল স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, আর কথাগুলো যদি মন থেকে না হয়ে নিছক রাগের মাথায় হয় তাহলে তা নির্বুদ্ধিতার বহিঃপ্রকাশ। একই কথা স্বামীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। **স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য বলি, রাগ তিনটি জিনিষ কখনও বন্ধ করবেন না- খাওয়া, কথা এবং বাড়িতে থাকা।** দ্বিতীয়টি দীর্ঘমেয়াদে বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে মিটমাটের দুয়ার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসা। সুতরাং মূলনীতি হল- **"কঠোরভাবে করুন জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ, লুফে নিন সুস্থ দাম্পত্য জীবন"।**

গ. আমার পরিচিত এক দম্পতি। মাঝেমাঝেই নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করেন। তাদের খুব কমন একটা চেঁচামেচির ট্রেণ্ড[ধরণ] এরকম-

স্বামীঃ অমুকের বউকে দেখো, মাস শেষে তমুক পরিমাণ টাকা নিয়ে আসে। সংসারে দেয়।কত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে।আসলে চাকরি না করলে জীবনের স্ট্রাগল বোঝা যায় না।

সারাজীবনতো আমার উপরে খাইলা, আমার কষ্ট আর কী বুঝবা!

স্ত্রীঃ তেনার স্বামীতো প্রায়ই নিজ হাতে রান্না করে। তুমি কতদিন আমাকে রান্না করে খাওয়াইসো? সারাজীবনতো আমার উপর দিয়েই গেলা, আমার কষ্ট আর কী বুঝবা!

এই কথাগুলো আমার নিজের কানে শোনা। আহা! অন্যের সংসারের সাথে নিজের সংসারের তুলনা দিয়ে নিজ হাতে নিজ পায়ে কুড়াল মারার মত নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে? আরে আল্লাহর বান্দা! মানুষের সংসারে কে কী করছে সেগুলো নিয়ে পিএইচডি করা বাদ দিয়ে নিজের ঘরের আগুনের সূত্র বের করে তা দ্রুত নেভানোর চেষ্টা করুন। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে অন্য দম্পতিদের সাথে তুলনা দিবেন না প্লীজ! প্লীজ! প্লীজ! আর নিজেদের দাম্পত্য সমস্যার কথা ঘুণাক্ষরেও জনে জনে বলে বেড়াবেন না। তৃতীয় কারও সামনে প্রিয় মানুষটার গীবত গাইতে পারলে অন্তরের জ্বালাটা সাময়িক কমতে পারে তবে একসময় তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে সময় নিবে না। এই বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সতর্ক সচেতনতা জরুরী, বিশেষত স্ত্রীদের।

যেকোন দাম্পত্য সমস্যা প্রথমে একান্তে নিজেরা বসে সমাধান করার চেষ্টা করুন। এক বৈঠকে না হোক, দুই-তিন-চার-পাঁচ যতবার লাগে বসুন, দুজন তাহাজ্জুদ পড়ে (তাহাজ্জুদ না পারলে দিনে নফল সালাত পড়ে) আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ভিক্ষা চান আল্লাহ যেন আপনাদের অন্তর দুটিকে আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়। এরপরও কাজ না হলে উভয়ে নিজ পরিবারের কোন অভিজ্ঞ-বিজ্ঞ-অভিভাবকসুলভ-দায়িত্বশীল সদস্যকে বিষয়টা বলুন। তাদের পরামর্শ মোতাবেক নিজেদের মধ্যে মিটমাটের সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। আসলে মুরুব্বিদের চেয়েও বড় ভূমিকা এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই রাখতে পারে- আন্তরিকভাবে পরস্পর মিলেমিশে থাকতে চাওয়ার মাধ্যমে।

ঘ. এবার ভাইদের খুব স্পর্শকাতর দুটো নসীহা দিয়ে বিদায় নিই-

• আপনার স্ত্রী যখন আপনার জন্য সাজুগুজু করবে, তা যত সামান্যই হোক না কেন কিংবা তাকে যেমনই লাগুক না কেন, অবশ্যই অবশ্যই তার প্রশংসা করবেন।আপনার স্ত্রী আপনার জন্য নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে অথচ আপনি তা খেয়ালই করলেন না, প্রশংসাতো দূরের কথা-এটা একটা বড়সড় অপরাধ। তবে এরচেয়েও বড় অপরাধ হল স্ত্রীর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেও তাকে খোঁটা দিয়ে বা ছোট করে কিছু বলা কিংবা অন্যের স্ত্রীর সাথে তার তুলনা দেওয়া।

• যেকোন সময়ই গায়রে মাহরাম কোন মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকা নিষিদ্ধ, এর অসংখ্য রুহানী ক্ষতি রয়েছে।তবে স্ত্রীর সামনে কোন গায়রে মাহরামের দিকে তাকিয়ে থাকার ক্ষতি আরও বেশী।এতে স্ত্রী যেমন ভয়াবহ মানসিক আঘাত পায় তেমনি তার আত্মবিশ্বাসও ভেঙ্গে পড়তে পারে। সে ভাবতে পারে, ঐ মহিলার মাঝে এমন কিছু আছে যা তার স্বামীকে মুগ্ধ করছে অথচ তা তার মধ্যে নেই।কিন্তু এটা নিছক শয়তানের ধোঁকা।তাই স্ত্রীর সামনে গায়রে মাহরাম মহিলার দিকে না তাকানোর ব্যাপারে আরও অধিক কঠোরতা অবলম্বন করুন ভাইয়েরা। অনেক দ্বীনি ভাই-বোনেরাও এক্ষেত্রে একটা ভুল করে থাকেন আর তা হল ভাইয়েরা স্ত্রীদের সামনে তাদের (ভাইদের) ভাবীর অত্যন্ত প্রশংসা করে থাকেন কিংবা অন্যান্য গায়রে মাহরামের তুলনায় ভাবীর সাথে পর্দার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখান।এই বিষয়টা কিন্তু দ্বীনদার স্ত্রীদের দারুণ অপছন্দের একটা বিষয়। এমনিতেও হাদীসে দেবর-ভাবীর সম্পর্ককে মৃত্যুতুল্য বলা হয়েছে।তাই বিয়ের পর আপন ভাবীদের সাথে পর্দার ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা দেখালে চলবে না। বোনদের জন্য এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ভাসুরের সাথে পর্দার কঠোরতা।ভাসুরের সাথে পর্দার শিথিলতাও দ্বীনি ভাইদেরকে দারুণভাবে কষ্ট দেয়।আর ভাসুরতো অন্যান্য গায়রে মাহরামের মতই একজন গায়রে মাহরাম, তার আলাদা কোন বিশেষত্ব নেই।

মন্তব্যঃ

মুহতারাম "musafir15"

অতি উত্তম ও বাস্তবসম্মত আলোচনা।এ ব্যাপারে আমাদের (কারণ)আমাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির অন্যতম কারন কল্পনা ও বাস্তবতার মাঝে সমন্বয় না থাকা এবং বৈবাহিক জীবন সমন্ধে অজ্ঞতা ও বাস্তবিক ধারণার অভাব।আর পারিবারিক জীবনে অশান্তি মানুষের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মারাত্মক প্রভাব ফেলে।এজন্যই কাফিরেরা আমাদের পারিবারিক বন্ধনসমূহ ভেঙ্গে দিতে নানা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে।আশা করছি সবাই এই আর্টকেলগুলো ভালোভাবে ,তাই ভালোভাবে পড়বেন।

ইনশাল্লাহ ,আকারে দিয়ে দিলে ভালো হবে pdf করে আমাদেরপরে সবগুলো আলোচনা একসাথে সংকলন।

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকুলে -পর্ব ৭

[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

আজ লিখার আগে ভাবছিলাম কী দিয়ে শুরু করব! ভাবছিলাম আর ডায়েরির পাতা উলটাচ্ছিলাম।হঠাৎ একটা লিখায় চোখ পড়ল-

> ওর সাথে বাইরে ঘুরতে গেলে সর্বদা হাসিমুখে থাকতে হবে। কিছুতেই বিরক্ত হওয়া যাবে না। বিরক্তি দূর করতে না পারলে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।

লিখাটি পড়ার সময় ঘটনার প্রেক্ষাপট মনে পড়ল।বিয়ের পরপর প্রথমদিকে এই বদভ্যাসটা আমার ছিল।আহলিয়ার সাথে বেড়াতে গিয়ে সামান্য কারণে বিরক্ত হয়ে যেতাম।হয়ত বৃষ্টির দিনে পাশ দিয়ে কোন গাড়ী শাঁ শাঁ করে আমাকে কাদাপানিতে ভিজিয়ে চলে গেল, ব্যস! হয়ে গেলাম চরম বিরক্ত। ঘুরার মুডটাও নষ্ট, সাথে আহলিয়ার কষ্ট! আলহামদুলিল্লাহ, এই বদভ্যাস এখন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

বিষয়টা শুনতে হালকা লাগলেও আসলে কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই খুব ক্রিটিকাল[পীড়াদায়ক]।অনেক সময় এমন হয় যে, স্বামী-স্ত্রী সপ্তাহান্তে অনেক প্ল্যান করে কোথাও ঘুরতে গেছেন কিন্তু মাঝপথে কোন এক কারণে একজন বিগড়ে গেল। ব্যস! দুজনেরই ঘুরার বারোটা বাজল। হয়ত একসাথে কোথাও খেতে যাওয়া হল কিন্তু খাবার অর্ডার করার পরই তুচ্ছ কোন কারণে বাধল ঝগড়া। এরপর দুজন চুপচাপ খেয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন।বিষয়টা কিন্তু আসলেই খুব পীড়াদায়ক।আমাদের এই কর্মব্যস্ত চাকুরি/ব্যবসায়ী জীবনে জীবনসঙ্গিনীর সাথে ঘুরাঘুরির সময় কতটুকুই বা পাই? এই যৎসামান্য সময়টুকুও যদি আমরা মনোমালিন্যে অপচয় করি তবে আর থাকে কী? যাদের অল্পতেই বিরক্ত

হওয়ার/রেগে যাওয়ার অভ্যাস আছে তারা কিন্তু এই বিষয়টা কিছুতেই হাল্কা ভাবে নিবেন না।স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে মারাত্মকভাবে আঘাত হানতে পারে এই সমস্যাটি।বেটার হাফকে[আহলিয়া]-কে নিয়ে বের হওয়ার আগে তাই সচেতনভাবে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।তাই আসুন আজ থেকে মনস্থির করি- স্বামী/স্ত্রীর সাথে বাইরে ঘুরতে গেলে সর্বদা হাসিমুখে থাকব, কিছুতেই বিরক্ত হব না।বিরক্তি দূর করতে না পারলে বাইরে গিয়ে ঝগড়া না করে ঘরে থেকেই গল্প করব তবুও অবসরটুকু ঝগড়া করব না।

সাংসারিক জীবনে যখন একঘেয়েমি ভর করে তখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝের স্বাভাবিক আহ্লাদ-ভালবাসায় ঘাটতি আসাটা স্বাভাবিক।এমনকি তা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীলতা ও দয়া-মায়ার ঘাটতি পর্যন্তও গড়াতে পারে।এর কিছু লক্ষণ এমন-

❖ অফিস থেকে কাজের ফাঁকে স্ত্রীকে ফোন দিলেন কিন্তু স্ত্রী সংসারের/পেশাগত কাজের ব্যস্ততায় আপনার ফোন দেখে খুশী হওয়ার পরিবর্তে বিরক্ত হল।

❖ স্ত্রী বাসা/অফিস থেকে কাজের ফাঁকে আপনাকে ফোন দিল আর অফিসের কাজের ব্যস্ততায় আপনি ফোন দেখে বিরক্ত হলেন।

❖ আপনি অফিস থেকে এসে স্ত্রীকে পরিপাটি দেখতে চান অথচ সংসারের এত এত কাজ সামলে আপনার জন্য কিছুটা পরিপাটি হতে তার বিরক্ত লাগে।

❖ আপনি এত এত বাজার-কেনাকাটা করেন কিন্তু কখনও স্ত্রীর জন্য সামান্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসার কথা ভাবলেও বিরক্তি লাগে।

❖ স্বামী/স্ত্রীর একজন আরেকজনের সাথে কিছুক্ষণ একসাথে বসে গল্প করতে চাইলে কোন একপক্ষের মনে হওয়া- ‘এই বয়সে এত ন্যাকামি আসে কইত্তে?’

এই ধরণের সমস্যার একটা খুব সহজ সমাধান ইসলাম আমাদেরকে বাতলে দিয়েছে। আর তা হল- বেশি বেশি সালামের চর্চা করা।অধিক পরিমাণ সালাম বিনিময় শুধু যে ঘরের বাইরের মানুষদের সাথেই সুসম্পর্ক গড়ে তোলে তা না বরং স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও পারস্পরিক মমতা-ভালবাসা বাড়িয়ে দেয়। বাসায় ঢুকেই একে অপরকে সালাম দেওয়া, ফোন রিসিভ করে প্রথমেই সালাম দেওয়া, এমনকি এক ঘর থেকে আরেক ঘরে গেলেও সালামের অভ্যাস করা একটি সংসারে মমতাময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এই সালাম বিনিময়ের অভ্যাস শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের উচিৎ সন্তানদেরকেও এই শিক্ষা দেওয়া এবং বাসায় বাবা-মা,দাদা-দাদী, নানা-নানী,ছোট-বড় সকলের মাঝে বেশি বেশি সালামের চর্চা জারি রাখা।

এবার আমার এমনই একটি উপলব্ধির কথা শেয়ার করতে চাই যা আমি ব্যক্তিগত সার্কেলে সবাইকেই বলে থাকি। আর সেটা হল- বাবা-মায়েদের নামে সাদাকাহ করা ও নিয়মিত দূয়া করা। এর আগে কোন এক পর্বে বলেছিলাম স্বামী-স্ত্রী একসাথে নিয়মিত ভিত্তিতে সাদাক্বাহ করলে পরিবারে অপরিসীম বরকত ও আল্লাহর রহমত নেমে আসে। আরেকটু আগ বাড়িয়ে আমরা যদি আমাদের বাবা-মা এবং শ্বশুর-শাশুড়ির পক্ষ থেকে নিয়মিত ভিত্তিতে সাদাক্বাহ করি (বিষয়টা আরও গুরুত্বপূর্ণ যদি তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে থাকেন) তবে তা যেমন তাদের সাওয়াবের খাতায় যুক্ত হবে তেমনি এই কাজের উসীলায় আল্লাহ আমাদেরও সাংসারিক জীবনে বরকত দিবেন।আচ্ছা, কোন স্ত্রী যদি দেখে তার স্বামী তার (স্ত্রীর) বাবা-মায়ের নামে দূয়া-সাদাক্বাহ করছে কিংবা কোন স্বামী যদি দেখে তার স্ত্রী তার (স্বামীর) বাবা-মায়ের নামে দূয়া-সাদাক্বাহ করছে তাহলে কি একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা জাগবে না? আর এতে আমরাও সাওয়াবের ভাগীদার হব ইনশা আল্লাহ।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উচিৎ একে অপরের প্রতি নিজের ভালোলাগার-পছন্দের বিষয় ও বস্তু শেয়ার করা। যেমন- আমরা ছেলেরা প্রায়শই বাইরে এটা-ওটা খেয়ে থাকি (পেশাগত কারণেও আমাদেরকে বেশিরভাগ বাইরে যাওয়া-আসা করতে হয়)। কখনও এমন কিছু খেতে গিয়ে যদি আমাদের ভাল লেগে যায় তবে আমরা বাসায় নিয়ে আসতে পারি। স্ত্রী যদি দেখে তার স্বামী Randomly[যথেচ্ছভাবে] কিছু পছন্দ করে স্ত্রীর জন্য নিয়ে এসেছে তবে বিষয়টা কাকে না আনন্দ দিবে? এখানে খাদ্য কিংবা খাওয়াটা মুখ্য না, স্বামী যে স্ত্রীর কথা স্মরণ করে তা নিয়ে এসেছে এই 'স্মরণ করা'টাই মুখ্য। এই কাজ স্ত্রীরাও বাইরে গেলে স্বামীর জন্য করতে পারেন।

এবার বোনদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলে আজকের মত শেষ করি। বোনদের ব্যাপারে একটি কথা শোনা যায়-স্ত্রীরা কোন Past Issue[অতীত বিষয়] সহজে ভোলে না। কথাটি কিছুটা হলেও সত্য বটে। হয়ত আজ মুখ ফস্কে কিছু একটা বলে ফেলবেন এবং ২/১ দিন যেতে না যেতেই আপনি তা ভুলে যাবেন (পুরুষরা বৈশিষ্ট্যগতভাবেই এমন-কোন কিছু বেশীদিন মাথায় রাখে না) কিন্তু দেখবেন যে, আপনার স্ত্রী কয়েক বছর পরেও একেবারে সময় ও সুযোগ মত আপনাকেই আপনার কথা ফিরিয়ে দিবে। হয়ত অনেকেই বলবেন যে- সবাইতো এমন না। জ্বী বোন, আসলেই সবাই এমন না। কিন্তু সত্য কথা হল নারীদের অধিকাংশেরই একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এটা। তাহলে এখান থেকে কী শিক্ষা? স্বামীদের জন্য শিক্ষা হল- এমন কিছু স্ত্রীকে বলবেন না যা ভবিষ্যতে আপনার বিরুদ্ধেই দলীল হয়ে যায়। আর স্ত্রীদের জন্য শিক্ষা হল- Never ever drag any past issue for lifetime[55].[অতীত কোনও সমস্যা কখনও জীবনে টেনে আনবেন না]

55

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকুলে -পর্ব ৮

[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

দ্বীনের বুঝ আসার পর অধিকাংশ জেনারেল পড়ুয়া ভাইদের বিয়ের সময় একটা সাধারণ চাহিদা থাকে- স্ত্রীকে বাইরে জব[চাকুরী] করতে দিবেন না।হ্যাঁ, তাদের এই চাহিদার প্রতি পূর্ণ সম্মান রাখতেই হবে কারণ, বর্তমানে সেক্যুলার সোসাইটিতে একটি মেয়ের, যদিও সে দ্বীনদার না হয়, নিরাপত্তার যে কতটা ঘাটতি রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সেখানে পরিপূর্ণভাবে পর্দা রক্ষা করে কাজ করা দ্বীনদার মেয়েদের জন্য একরকম অসম্ভবই বটে। তাই ভাইদের এই চাহিদার প্রতি আমার পূর্ণ সম্মান আছে। কিন্তু ঘরে থেকেও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যথোপযুক্ত তারবিয়্যাহ এবং তাযকিয়্যাহর জন্য আমাদের স্ত্রীদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় ও তরবিয়তে বলীয়ান করে তোলার যে গুরুদায়িত্ব আমাদের স্বামীদের উপর আছে তা যেন অনেকটা আলোচনার আড়ালেই থেকে যায়। অথচ অনেক স্ত্রীদেরই পূর্ণ যোগ্যতা আছে ঘরের সমস্ত গুরুদায়িত্ব পালন করেও দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার। আর কেনই বা থাকবে না বলুন? যেখানে একটি মেয়ে মেডিক্যাল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তদপেক্ষা কষ্টকর চাকরিতে জয়েন করে ‘shine’[সাচ্ছন্দ্য উপভোগ] করতে পারে তারা উপযুক্ত গাইডলাইন ও সুযোগ পেলে ঘরে থেকেই আলেমা পর্যন্ত হতে পারেন তা একরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এজন্য দরকার স্বামীদের পক্ষ থেকে সামান্য স্যাক্রিফাইস ও সাপোর্ট।

দেখুন, আমাদের স্ত্রীরা দিনের সিংহভাগ সময় বাচ্চা-সংসার সামলে রাখে বলেই আমরা এত নিশ্চিন্তে রিযিক অন্বেষণ করতে পারি, তাহলে আমাদের কি উচিত নয় বাসায় ফিরে আমাদের স্ত্রীদের জন্য কিছুটা অবসরের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেন তারা দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের ও সন্তানদের তারবিয়্যাহ ও তাযকিয়্যাহর একটা রোডম্যাপ তারা পেয়ে যায়? আমাদের স্ত্রীগণ দ্বীনের 'ইলমি ও আমলী মেহনতে যত এগিয়ে যাবে আমাদের সন্তান-সন্ততিরাও দ্বীনের পথে ততই 'ইস্তিকামাত' থাকতে পারবে- এতে নিশ্চয়ই কারও সন্দেহ নেই।

অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণ কাজ করে যে, মেয়েদের দায়িত্ব শুধুই বাচ্চা সামলানো। **আমি এর সাথে প্রচণ্ডভাবে দ্বিমত পোষণ করি। আমি মনে করি, মেয়েদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব 'বাচ্চা সামলানো' নয় বরং 'বাচ্চাকে গড়ে তোলা'।** একেবারে শিশুকাল থেকেই একটা বাচ্চাকে দ্বীনের উপর 'গড়ে তুলতে' হলে তার মায়ের কতটুকু প্রস্তুতি দরকার সেই খেয়াল কি আমরা বাবারা করি? আর যদি করে থাকি তবে সেই প্রস্তুতির সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা কী ব্যবস্থা নিয়েছি? এজন্য তাদের যে অবসরটুকু করে দেওয়ার দরকার ছিল তা কি আমরা করেছি?

তাদের দ্বীন শিক্ষার কোনো মাধ্যমের সাথে জুড়ে দেওয়ার জন্য যে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা আমাদের জন্য জরুরি ছিল তার কতটুকু আমরা করেছি? সর্বোপরি, আমরা কি আমাদের জীবনসঙ্গিনীকে উৎসাহিত করেছি দ্বীনের জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে আমাদের ঘরগুলিকে একেকটা দ্বীনের দূর্গে পরিণত করার জন্য?

আজকাল দ্বীনি কমিউনিটিতে একটা কথা খুব শোনা যায়- আমাদের সমাজে অনেক নারী ডাক্তার প্রয়োজন, তাছাড়া আমাদের নারীরা কোথায় যাবে চিকিৎসার জন্য? অবশ্যই

আমাদের অনেক নারী ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আমাদের সমাজে কি 'আলিমার প্রয়োজন নেই? নারীদের অনেক রোগব্যাধি যেমন পুরুষ ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করা ও চিকিৎসা নেওয়া বিব্রতকর তেমনি নারীদের অনেক মাস'আলাও আছে যা ইমাম/আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস করা বিব্রতকর। আর তাছাড়া শুধু মাস'আলার বাইরেও একজন 'আলিমা যেভাবে তার সার্কেলের মহিলাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে পারে ও দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে পারে সেভাবে একজন 'আলিমের পক্ষে সম্ভব নয় সঙ্গত কারণেই।

এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে কি আমাদের সবার ঘরণীই আলিমা হয়ে যাবেন? না, তা কখনই নয়। আল্লাহ সবাইকে সমান যোগ্যতা দিয়ে দুনিয়ায় পাঠাননি। কিন্তু যাদের সেই যোগ্যতা আছে তাদেরকে কেন আমরা বঞ্চিত করছি? আর যারা 'আলিমা হতে পারবেন না তারাতো নিদেনপক্ষে ইসলামিক এডুকেটর[শিক্ষাদাতা] হতে পারবেন। আর এটুকু আমাদের স্ত্রীদের হতেই হবে কারণ, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 'এডুকেট' [শিক্ষিত] করার দায়িত্ব অনেকাংশেই কিন্তু তাদের উপর। এখন বিয়ের পর একজন স্ত্রী 'আলিমা হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করবেন নাকি প্রাথমিক পর্যায়ের একজন Islamic educator [ইসলামী শিক্ষাদাতা] হয়েই দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন তা ঠিক করতে হবে কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে-

- নিজের সক্ষমতা
- অবসর সময়ের পরিমাণ
- বেটার হাফের[জীবন সঙ্গী-র] সাপোর্ট
- ফ্যামিলি সাপোর্ট
- শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শ

এখানে ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই যে, সন্তানদের শিক্ষা ও দীক্ষায় বাবাদের কোন দায়িত্ব নেই। বাবাদের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না কিন্তু মায়েরা যদি তাদের দায়িত্ব ভুলে যায় কিংবা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসে তবে বাবাদের একার পক্ষে একরকম অসম্ভব সেই দায়িত্ব পুরোপুরি আঞ্জাম দেওয়া।

এতটুকু পড়ে অনেকেই ভাবছেন হয়ত যে, কীভাবে আমরা আমাদের ঘরণীদের দ্বীনি শিক্ষা ও তরবিয়তের ব্যবস্থা করব? বোনেরাও ভাবতে পারেন যে, এই অধম শুধু তাদের উদ্দেশ্যে বয়ান দিয়েই খালাস! কীভাবে বোনেরা বাসায় থেকে দ্বীনের জ্ঞানার্জন করবে আমি এখানে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করছি। তবে তার আগে মনে রাখতে হবে, যদি আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে সরাসরি কোন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন মাহরামের সাহায্যে পাঠিয়ে ‘আলিমাদের কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিতে পারতাম তবে নিঃসন্দেহে সেটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তা অনেকটাই অসম্ভব, বিশেষত ঢাকা শহরের জ্যাম এড়িয়ে কোথাও যাওয়া-আসা মানেই একদিন শেষ। তাছাড়া বাচ্চাদের বাসায় রেখে যাওয়া থেকে শুরু করে মাহরাম ম্যানেজ করা পর্যন্ত সবকিছুই পারিবারিক বাস্তবতায় সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর একটা বাস্তবভিত্তিক সমাধান হতে পারে অনলাইনে আমাদের স্ত্রীদের দ্বীন শিক্ষার আয়োজন করা।

আমরা ও আমাদের স্ত্রীগণ এজন্য যা করতে পারি-

• আমাদের বাসায় যদি একটা কম্পিউটার এবং নেট সংযোগ থাকে তবে আমরা অনেকটাই চিন্তামুক্ত। আমাদের উচিত আমাদের আহলিয়াদের প্রথমেই আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এজন্য তাদেরকে জোর তাকিদ দেওয়া ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা

করা। বর্তমানে অনেক অনলাইন প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে বোনদের জন্য আরবী ভাষা ও দ্বীনের অন্যান্য শাখায় জ্ঞানার্জনের সুযোগ আছে। এই ধরণের কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে আমরা তাদেরকে ভর্তি করে দিতে পারি। তবে ভর্তির আগে অবশ্যই ভালমত জেনে নিতে হবে যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের রুটিন ও সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলা বোনদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা **[এবং এর পূর্বে গ্রহণযোগ্য কোনো 'আলীম ভাই থেকে অবশ্যই পরামর্শ নেবেন যে, কোন অনলাইন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো আমাদের জন্য মুনাসিব হবে? কোনো মুজাহিদ 'আলিম ভাইদের পরামর্শও নিতে পারেন। নিম্নে দেওয়া লিঙ্কের সব প্রতিষ্ঠান-ই যে আমাদের জন্য মুনাসিব, এমনটা নয়]** কারণ, তাদেরকে পড়ার সাথে সাংসারিক ব্যস্ততার একটার বোঝাপড়া সামলাতে হয়। অনলাইনে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ আছে তার একটি লিঙ্ক [শেষে দিয়ে দিব]। এখান থেকে আপনারা খুঁজে নিন আপনাদের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি।

- আরবী ভাষা শেখার পাশাপাশি দ্বীনের একেবারে বেসিক ফিক্বহী আহকাম যেগুলো দৈনন্দিন জীবনে দরকার হয় সেগুলো প্রথমে শেখার দিকে নজর দেওয়া উচিত। পড়ার সময় প্রয়োজনীয় নোট টুকে রাখা ভাল যেন সেখান থেকে আমরা সন্তানদেরও শেখাতে পারি।

- আক্বীদা সংক্রান্ত অহেতুক তাত্ত্বিক মারপ্যাঁচ বর্জন করে একজন মুসলিমের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ-র পূর্ণাংগ পরিচয়, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত ও তাক্বদীর সংক্রান্ত আক্বীদা একেবারে পরিষ্কার থাকা এবং ইসলামের স্তম্ভগুলির পরিচয়, তাৎপর্য এবং ইসলাম ভঙ্গকারী প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

- আমরা বাসায় হাফেজা রেখে আমাদের স্ত্রীদের জন্য কুরআন হিফজের ব্যবস্থা করতে পারি- যদি তারা আগ্রহী হয়ে থাকে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু বের করতে পারে। পুরো কুরআন না পারলেও শেষ ৩ জুয মুখস্থ করার চেষ্টা করা উচিত। আর সেটুকুও কঠিন হলে একেবারে শেষ জুযটা (জুয আম্মা) অন্তত মুখস্থ করাই উচিত। আর এটুকু না পারার পেছনে কী অজুহাত থাকতে পারে? হাফেজা রাখা না গেলে অনলাইন হিফজুল কুরআন প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। Islamic Online University (IOU) এর Global Quran Memorization এমনই একটি প্রোগ্রাম। [অবশ্যই কোনো 'আলিম ভাই থেকে পরামর্শ নিয়ে নেবেন]

- সালাফদের জীবনী বেশী বেশি অধ্যায়ন করা জরুরী। বোনদের উচিত সালফে সালেহীন নারীগণের জীবনী অধিক পাঠ করা ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা। দ্বীনের প্রতি সমস্ত কমিটমেন্ট ঠিক রেখেও কীভাবে তারা সন্তানদের তারবিয়াহ ও তাযকিয়াহর আঞ্জাম দিয়েছেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা এবং সেভাবে নিজেদের সন্তানদের তারবিয়াহ ও তাযকিয়াহর দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

- খুব ভাল হয় যদি আমরা সন্তানদের নিয়ে দিনের/সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট সময়ে রুটিন করে বসি এবং আমাদের স্ত্রীগণ যা শিখবে আমরা তা সন্তানদের শেখাই। এতে সন্তানেরা একটা পড়াশোনার পরিবেশ ঘরের মধ্যে দেখতে পাবে এবং তারাও দ্বীন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। তবে খুব ভালমত মাথায় গেঁথে নেওয়া দরকার যে, আমরা যেন দ্বীন শিক্ষার এই আসরটা যথাসম্ভব তাদের জন্য সহজ ও আনন্দময় করে তুলতে পারি। দ্বীন শেখাতে গিয়ে দ্বীনের প্রতি ভয়/বিদ্বেষ যেন তাদের মনে না ঢুকে যায়-সেদিকে সতর্ক

থাকতে হবে।

অন্তত এতটুকু ঠিক মত করতে পারলেই আশা করা যায় আমাদের স্ত্রীগণ ইসলামিক এডুকেটর হিসেবে নিজেকে তৈরী করতে পারবেন এবং আমাদের সন্তানদের উপযুক্ত দ্বীনি শিক্ষার একটা সঠিক গাইডলাইন তারা নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন।

আল্লাহু আ'লাম।

অনলাইন প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি লিঙ্ক:

https://journeyforlight.wordpress.com/2019/09/23/

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত লিঙ্কের পোস্ট ব্যতীত এই সাইটের অন্যান্য পোস্ট সম্পর্কে আমার জানা নেই।তাই কেউ যদি উক্ত সাইটের অন্যান্য পোস্ট পড়তে চান, তাহলে নিজ দায়িত্বে পড়ে নিতে পারেন।আমি এর জন্য দায়বদ্ধ থাকব না।

উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগরকুলে - ৯/শেষ পর্ব
[বিবাহিত/অবিবাহিত ভাইদের জন্য পড়া উচিত]

সোশ্যাল মিডিয়ার এ যুগে (অধিকাংশ) মানুষ মাত্রই show off[লোক দেখানো] প্রবণ। নিজের/নিজেদের ভালোলাগা, ভালোবাসা, ভালো থাকা আমরা যেন অন্যকে জানানোর জন্য একপায়ে খাড়া। কথায় বলে- "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ"। আমাদের অবস্থাও তথৈবচ! যখন আমরা নিজেদের 'বিন্দাস লাইফ' মানুষের সাথে 'share'[শেয়ার/ভাগ] করতে ব্যস্ত তখনই হয়তবা আমাদের মতই আরেক সংসারে জ্বলছে অশান্তি কিংবা বিচ্ছেদের আগুন। অনেক সময়তো এও দেখা যায় যে, নিজেদের মধ্যেই 'বনিবনা' হচ্ছে না কিংবা তুষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরাই আবার নিজেদের happiness[সুখ] প্রচারে উচ্চকণ্ঠ। আসলে মানুষ যতই নিজেকে প্রবোধ দিক না কেন যে, 'we are made for each other'[আমরা একে অপরের জন্য প্রস্তুত]- দুনিয়ায় এমন দুটি কোন মানুষ নেই যাদের মধ্যে ভালোলাগায়-পছন্দে-অপছন্দে কোনো না কোনো অমিল নেই।

একারণেই হয়তবা অনেক সাবধানী মানব-মানবী প্রশ্ন করে থাকেন, 'যে মেয়েকে/ছেলেকে কখনও চিনলাম না, জানলাম না তার সাথে কীভাবে বাকি জীবন কাটাব?' এই (কু)যুক্তির জবাব দেওয়া এই লিখার উদ্দেশ্য নয় বরং **আজ আমি একটি উপায় বাতলে দিতে চাই যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে অনেক অনেক অমিল ও মতপার্থক্য থাকার পরেও মধ্যে একটা ভাললাগার মেলবন্ধন তৈরী করতে পারবেন, নিজেদের অপছন্দগুলিকে দূরে সরিয়ে পছন্দগুলি দিয়ে অবসর সময়ের পুষ্পমালা গাঁথতে পারবেন ইনশা আল্লাহ**। আর এই সংক্রান্ত যে কথাগুলো এখন বলতে চাই সেগুলো কোনটাই বই-পুস্তক থেকে পড়া নয়, বরং আমার ও চারপাশের প্রিয়জনদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া।

নিজেদের অমিলগুলোকে দূরে সরিয়ে কাছে আসার জন্য সর্বপ্রথম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই বোঝাপড়ায় আসতে হবে যে, 'আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তি শুধু মিলগুলিই নয় বরং আমাদের অমিল ও মতানৈক্যের কারণেও আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি।' ব্যাপারটা এভাবে ভাবুন- যদি আপনাদের মধ্যে কোন অমিল না-ই থাকত এবং একজন আরেকজনের সব কিছুতেই হুঁ হাঁ করে যেতেন তবে বিষয়টা কেমন বোরিং[বিরক্তিকর] হত! না থাকত কোন গঠনমূলক আলোচনা আর না আসত কোন সৃজনশীল কাজের ধারণা। তথাপি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্যের কারণে অনেক পরিবারে কোন পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকও (মাশোয়ারা) করা হয়ে যায় আর সেখানে যদি আমরা আমাদের বুঝমান সন্তানদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করি তবে তারাও পারিবারিক সিদ্ধান্তে মত দিতে পারে এবং এভাবে শৈশবকাল থেকেই তাদের ডিসিশন নেওয়ার সক্ষমতা গড়ে উঠে। এভাবে পারস্পরিক মতানৈক্যকে আমরা একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারি যে দাম্পত্য জীবনে মতানৈক্য আমাদের প্রতি আল্লাহর কত বড় একটি ইহসান।কিন্তু কষ্টের বিষয় হল এই ইহসানকেই আমরা জীবনসংগী/জীবনসঙ্গিনীর উপর যুলুমের হাতিয়ার ও অভিযোগের ধনুক হিসেবে ব্যবহার করি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে।

আচ্ছা ভাবুন তো, শুধু কি আলু-তেল-পেঁয়াজ নিয়ে ঝগড়া করার জন্য আল্লাহ দুটি অসাধারণ মানুষকে এক ডোরে বেঁধে দেন? নাকি তার চেয়েও বড় কিছু করার ক্ষমতা তাদের মাঝে আছে দেখেই আল্লাহ তাদেরকে একত্রিত করেছেন? বারান্দার লতানো গুল্ম যেমন যত্ন-আত্তি পেলে গ্রিল বেয়ে তরতর করে উঠে যায় তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও একটা ভাল understanding[বোঝাপড়া] থাকলে সেখানে ভালোবাসা-মায়া-মমতা-সহনশীলতা-শ্রদ্ধাবোধ তরতর করে বাড়তে থাকে।

তাহলে আমরা কী করতে পারি? স্বামী-স্ত্রী একত্রে অন্তত এমন একটি কাজ করুন যাতে আপনাদের দুজনেরই আগ্রহ আছে। যে দুটি মানুষ ২৪/৭ একসাথে একই ছাদের নীচে থাকেন তাদের মাঝে হাজার মতানৈক্য-অমিল থাকুক না কেন, এমন একটি বা দুটি কাজ খুঁজে পাওয়া মোটেও কঠিন হবে না যে কাজটায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আগ্রহ বোধ করেন। দুজনকেই সমান আগ্রহী হতে হবে এমন নয়। হতে পারে কাজটায় কেউ একটু বেশী আগ্রহী, কেউবা আরেকটু কম কিন্তু সারকথা হল- আগ্রহ থাকতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থেই সেই কাজে অংশগ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে। কাজগুলো হতে পারে এমন-

- বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় বাগান করা, যত ছোট পরিসরেই হোক না কেন কিংবা বাসায় একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে তোলা। এই কাজগুলির একটি সুবিধা হল এগুলো শুধু 'করেই খালাস'-বিষয়টা এমন না। একবার কোন বাগান এবং লাইব্রেরী তৈরী হয়ে গেলে নিয়মিত তার যত্ন করা, ঝাড়া-মোছা করা, নিত্য নতুন সদস্যদের (বই/গাছ) আসার ব্যবস্থা করা-এমন অনেক কাজই করা লাগে যা দাম্পত্য সম্পর্কে একটা long term project[দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প] হিসেবে কাজ করে। ভালো করে খুঁজে দেখলে এমন অনেক কাজই পাওয়া যাবে যা কিনা স্বামী-স্ত্রী একসাথে আনন্দ নিয়ে করতে পারে এবং কাজগুলোরও একটা পজিটিভ প্রভাব পরিবারে এবং নিজেদের মন-মননের উপর পড়ে।

- একসাথে কিছু শেখা। হতে পারে Skill Development[দক্ষতা উন্নয়ন] মূলক কোন কোর্স কিংবা কোন ইসলামিক কোর্স। এখন Udemy, Coursera এসব প্ল্যাটফর্মে ঘরে বসেই অনেক ক্রিয়েটিভ কিছু শেখা একেবারেই সহজ, শুধু দরকার আগ্রহ আর সদিচ্ছা এবং একটুখানি সময় 'কুরবানী' করার মানসিকতা। আবার অনেক ইসলামিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আরবী ভাষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইসলামিক

টপিকের উপর কোর্স করা যায়। স্বামী-স্ত্রী একত্রে এমন কোন কোর্সে জয়েন করলে পড়ায় যেমন গতি থাকে তেমনি পড়ার মানও ভাল হয়। একজন আরেকজনকে একাডেমিক বিষয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি উৎসাহ-উদ্দীপনাও দিয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে নিজের একটি অভিজ্ঞতা বলি- IOU তে আমি এবং আমার আহলিয়া একসাথে BAIS কোর্সে পড়েছি। এখানে ৪৮ টা কোর্সের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কোর্স ছিল- মীরাসের কোর্সটি। অর্থাৎসম্পত্তি বণ্টনের নিয়মকানুন নিয়ে। আমার স্পষ্ট মনে আছে- জটিল গাণিতিক হিসাবের মারপ্যাঁচ আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকত না, কোর্সটির প্রায় পুরোটাই আমার আহলিয়া আমাকে পড়িয়েছে। দুজন একসাথে পরীক্ষা দিতে গিয়েছি এবং ফলাফলও মন্দ ছিল না আলহামদুলিল্লাহ। IOU এর পুরো ৬ বছরের যাত্রায় এমন অসংখ্য স্মৃতি আছে আমাদের। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস- যেকোন স্বামী-স্ত্রীই যদি একসাথে গঠনমূলক কোন একাডেমিক প্রোগ্রামে জয়েন করেন তবে এতে শেখাও যেমন হয় তেমনি নিজেদের মাঝে রসায়নটাও আবার নতুন করে ঝালাই হয়ে যায়।

- একসাথে কিছু শেখানো। হয়ত ভ্রু কুঁচকে ভাবছেন- 'একসাথে আবার কী শেখাবো?' যদি আপনি/আপনারা কিছুটা এক্সট্রোভার্ট স্বভাবের হয়ে থাকেন তবে এই কাজটা খুব সহজ। সপ্তাহের একদিন একটি নির্দিষ্ট সময় বিল্ডিং এর কিংবা পরিচিত সার্কেলের বাচ্চাদের বাসায় ইনভাইট করুন। তাদের সাথে খেলাচ্ছলে গঠনমূলক কোন স্কিল কিংবা আদব ও ইসলামী মূল্যবোধ শিক্ষা দিন। কী শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন এবং কতটুকু শেখাবেন-এসব কিছুই বাচ্চাদের 'নেওয়ার ক্ষমতা' এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করুন। তবে অবশ্যই মাথায় রাখবেন- পুরো বিষয়টা যেন খেলার ছলেই হয় এবং এখানে স্কুল স্কুল ভাব না আসে।

বাচ্চারা সারাটা সকাল-দুপুর স্কুল করে বাসায় এসে নিশ্চয়ই আবার স্কুলে যেতে চাইবে না! আর যেহেতু এই ধরণের কাজে বসায় স্পেস দরকার হয় এবং কিছুটা হৈ-চৈ হতে পারে তাই অবশ্যই আপনার বেটার হাফের[অর্ধাঙ্গিনীর] সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিন। সবকিছুর মূল উদ্দেশ্যই যেহেতু 'একত্রে কিছু করা' তাই এই কিছু করতে গিয়ে আবার নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করবেন না।

- সবচেয়ে ভাল হয় যদি পরস্পরের weak point[দুর্বলতা] সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকে এবং সেই weak point নিয়ে কাজ করার সক্ষমতা থাকে। যেমন- যদি স্ত্রী আর্থিক হিসাব নিকাশ এবং ব্যাংক লেনদেন কিংবা money management[অর্থ ব্যবস্থাপনা] ইত্যাদি কাজে কাঁচা হয়ে থাকে তবে স্বামী পারেন ধীরে ধীরে তাকে এসব কাজে দক্ষ করে তুলতে (এখানে ধরে নিচ্ছি যে স্বামী এসব কাজে পারদর্শি কারণ ছেলেদেরকে আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার সুবাদে প্রায়ই এসব করতে হয়) এতে করে স্ত্রীদের জন্য সংসারের হিসাব নিকাশে সুবিধা হতে পারে। আবার স্বামী যদি বাচ্চার যত্ন-আত্তি নিতে কিছুটা 'কাঁচামি' করেন তবে স্ত্রীর উচিত স্বামীকে এইদিকে এগিয়ে দেওয়া। আফটার অল, বাচ্চাটাতো আর মায়ের একার না!

- স্বামী-স্ত্রী একত্রে যদি ভলান্টারি[স্বেচ্ছাসেবী] কাজ করা যায় তবে সেটা একেবারে সোনায় সোহাগা। হতে পারে কোন সেমিনার/কনফারেন্স/স্কলারদের হালাকা আয়োজনে কাজ করা কিংবা বাচ্চাদের নিয়ে কোন প্যারেন্টিং প্রোজেক্টে কাজ করা। এই ধরণের কাজে একসাথে অনেকগুলো skill[দক্ষতা] ডেভেলপ করে। আর তারচেয়ে বড় কথা হল, এই ধরণের কাজে দু'জন একসাথে যুক্ত হলে একে অন্যের অনেক hidden talent[গোপন যোগ্যতা] চোখে পড়ে যা হয়ত সাংসারিক

'ক্যাচক্যাচানি'র চাপে দুজন ভুলেই গিয়েছিল কিংবা কখনও চোখ মেলে দেখারও সুযোগ হয়নি। বাচ্চাদের সাথে নিয়ে করলে তারাও ছোট থেকেই এই skill গুলোর সাথে পরিচিত হতে থাকে এবং তাদের নিজেদের অজান্তেই এগলো adopt [অবলম্বন] করতে শুরু করে। এই ধরণের কাজ যে সবসময় ঘরের বাইরেই করতে হবে তা জরুরি না। ঘরে থেকেও বাচ্চাদের নিয়ে অথবা বাচ্চাদের ছাড়াও এমন কাজ করার সুযোগ আছে।

- স্বামী-স্ত্রী একত্রে যদি দ্বীন প্রচারের কাজ করা যায় তবে সম্ভবত এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। তবে এখানে অবশ্যই শার'ঈ নীতিমালা মেনেই কাজ করতে হবে। এই কাজের জন্য প্রচলিত কোন দাওয়াতী মেহনতের সাথে যুক্ত হতেই হবে এমন না। আবার দম্পতিদের মধ্যে কেউ একজন এমন কোন মেহনতে আগে থেকেই জুড়ে থাকলে আরেকজনের জন্য সহজ হয়ে যায় দাওয়াতের প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পাওয়াটা। তবে অন্তত নিজ নিজ পরিসরে এবং পরিচিতিজনদের মাঝে দাওয়াতী কাজে সময় দিলে এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও রহমত নেমে আসে। মেয়েরা সহজেই পারেন নিজেদের বিল্ডিং এর অন্যান্য মহিলাদের মাঝে প্রয়োজনীয় (তাদের মেজাজ ও নেওয়ার ক্ষমতা বুঝে) ইসলামী বই গিফট দেওয়া কিংবা বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য 'ভাবী'দের সাথে খেজুরে আলাপ না করে সুযোগ বুঝে দ্বীনের কথা বলা, গীবতের ঘ্রাণ পেলেই গীবতের ভয়াবহতা নিয়ে আলাপ শুরু করা, কীভাবে নিজেদের পরিবারে দ্বীনের মাধ্যমে আল্লাহর বারাকাহ ও সুকুন (প্রশান্তি) নেমে এসেছে সেই গল্প শোনানো। এই কাজগুলি কম-বেশী সকল স্ত্রীগণই করতে পারেন। আর স্বামীদের জন্যতো দাওয়াতের ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত- সেই আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন।

- সকল কাজই যে long term[দীর্ঘমেয়াদী] বেসিসে হতে হবে তা নয়। এমন অনেক ছোট ছোট কাজ রয়েছে যেগুলো নিয়মিত করলেও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অমত ও অমিলের জায়গাগুলোতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা সম্ভব হয় । দুজন একসাথে বাইরে খেতে যাওয়া কিংবা ছুটির দিনে কোথাও বেড়াতে যাওয়া (কাছে বা দূরে, পাহাড়ে বা সমুদ্রে...), একসাথে morning/evening walk[সকাল/বিকেলে হাটাহাটি] এ যাওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া কিংবা নিদেনপক্ষে ছুটির দিনে দুজনে মিলে প্রিয় কোন খাবার রান্না করা। মনে রাখতে হবে, এসব কাজের কোনটিতে হয়ত একজনের আগ্রহ কম থাকবে কিংবা একেবারেই থাকবে না কিন্তু তাই বলে বাদ দেওয়া যাবে না। নিজেদের স্বার্থেই নিজের উপর তার পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়াটা শিখতেই হবে।

এখানে আমি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম মাত্র। আপনারা নিজেরাই খুঁজে নিন আর কী কী কাজ আপনারা অবসরে করতে পারেন যা কিনা শত অমিল-দ্বিমত থাকা সত্বেও আপনাদেরকে ভালোবাসার বাহুডোরে বেঁধে রাখবে। আর হ্যাঁ, যত যা-ই করুন না কেন, আল্লাহর কাছে আপনাদের মিল-মহব্বত-জোড়ের জন্য কক্ষণো দুয়া করতে ভুলবেন না, কক্ষণো না।

*****সমাপ্ত*****

উল্লেখিত ধারাবাহিক পোস্টে যা কিছু কল্যাণকর আছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আর অকল্যাণ থেকে

আমাদেরকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

দ্বীতৃয় অধ্যায়ঃ

বিয়ে নিয়ে অগোছালো কিছু কথা ॥পর্ব-১ ॥

বিয়ে করলে কি কি পরিবর্তন হয়-

বিয়ে করলে কি কি পরিবর্তন হয়-

❖ যদি আপনি পিতা-মাতার মতকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে বিয়ে করেন, তাহলে দেখবেন আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যাবে।

❖ মেয়ে জাতির প্রতি আপনার সম্মান অনেক বেড়ে যাবে।আপনি এতদিন শুধু মেয়েদের কে সৌন্দর্যের নিদর্শন ভেবেছিলেন।কিন্তু বাস্তব জীবনে বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার পর বুঝতে পারবেন একজন মেয়ে কত ত্যাগ স্বীকারের প্রতীক ও হতে পারে।

মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকমই।মেয়েরা এত দিন ছেলেদেরকে শুধু চাহিদা পূরণের বস্তু ভাবতো।কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত হবার পর মেয়েরা বুঝতে পারে একজন ছেলে পরিবারের জন্য কত দায়িত্বশীল হতে পারে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে পারে!

❖ কাজের প্রতি আপনার উদ্যম বেড়ে যাবে।কারণ এখন শুধু আপনি নিজের জন্য আর কাজ করছেন না, আপনার কাজের সফলতার সাথে আপনার জীবনসঙ্গীর ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

❖ অপ্রয়োজনীয়' বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা কমে যাবে। এখন বুঝতে পারবেন বন্ধুত্ব শুধুমাত্র একটি উপসংহার। এই বন্ধুত্বের নামের পিছনে লুকিয়ে আছে পারস্পরিক সহযোগিতার

গোপন সমীকরণ।

❖ মেজাজ নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে। কারণ আগে মেজাজ হারালে আপনি হয়তো খুশি হতেন অথবা দুঃখ পেতেন না।কিন্তু এখন মেজাজ হারালে আপনি নিজেই দুঃখ পাবেন।

❖ অর্থনৈতিক ব্যাপারে আপনি আগের থেকে অনেক বেশি হিসেবি হবেন। কারণ আপনার মনে হবে এখন অর্থের অপচয় মানে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপদসংকুল করে তোলা।

❖ পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে আপনি অনেকটাই মার্জিত হয়ে যাবেন।

❖ অকারণে তর্ক করা থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন। কারণ আপনি এটা অনুভব করবেন তর্ক ভালোবাসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সর্বাপেক্ষা আপনি একজন দায়িত্বশীল নিষ্ঠাবান সহানুভূতিশীল পরিণত মানুষে রূপান্তরিত হবেন "বিবাহের" মাধ্যমে।

❖ ইবাদত বন্দেগি অনেক সহজ হবে।যিনা-ব্যভিচার থেকে বেঁচে যাবেন।নজরের হেফাজত করতে পারবেন। সংসারে আয় বরকত বেড়ে যাবে।

❖ অনেকেই আবার এই বিবাহ কে লাড্ডু, রসগোল্লার সাথে তুলনা করে থাকেন। তাদের উদ্দেশে আমি বলব, বিবাহ একটি পবিত্র সম্পর্ক। বাজারের পণ্যের সাথে এই বিবাহের তুলনা করে আপনি এই পবিত্র সম্পর্ককে ছোট করবেন না।

{'যার গুনাহ অনেক বেশি তার সর্বোত্তম চিকিৎসা হল জিহাদ'-শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.}

মন্তব্যঃ

মুহতারাম "Ibrahim Al Hindi"

মাশাআল্লাহ! অনেক গুরুত্বপূর্ন কিছু টিপস।আসলে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। এবং বিবাহ করতে তেমন কিছুই লাগেনা। কিন্তু আমাদের সমাজে বিবাহকে কঠিন করে রাখা হয়েছে। ১৮ এবং ২১ বছরের আগে বিয়ে করা যাবে না। এমন আইন

করা হয়েছে। যা স্পষ্ট আল্লাহ বিরোধী কুফুরি আইন। তথাকথিত নাস্তিক-মুরতাদরা বলে বেড়ায়-কম বয়সে বিয়ে করলে মেয়েরা সহ্য করতে পারবে না ইত্যাদি।

অথচ কিশোর-কিশোরি মিলে যেনা করলে তখন কিছু হয় না। তখন এই সকল তথাকথিত নাস্তিক-মুরতাদগুলো চুপ থাকে। এভাবে সেকুলার রাষ্ট্রগুলোতে যেনা-ব্যভিচারে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আল্লাহ আমাদের সর্ব-প্রকার ফিতনা থেকে হেফাজত করুন। এবং আমাদের মধ্যে যে সকল ভাইয়েরা এখনও বিয়ে করেননি। তাঁদের জন্য নেককার পাত্রীর ব্যবস্থা করে দিন। আমিন

বিয়ে নিয়ে অগোছালো কিছু কথা ॥ পর্ব-২ ॥
অল্প বয়সে বিয়ে করলে কি কি উপকার হয়-

অল্প বয়সে বিয়ে করলে কি কি উপকার হয়-

এই জাহিলী সমাজ তোমাকে ভালকিছু দিতে চায় না। বরং তোমাকে পাপের সাগরে ডুবাতে চায়। এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের চরিত্র। পারছি না যৌবনকে পবিত্র রাখতে। কারণ, হচ্ছে যৌবন এক ধরণের ক্ষুধা। ক্ষুধা লাগলে যেমন খাবারের দরকার হয়, ঠিক তেমনি যৌবনের ক্ষুধা লাগলে বিয়ে/বউ দরকার হয়। কিন্তু জাহিলী সমাজ বলছে- আগে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর বিয়ের পিড়িতে বসো।

অথচ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿النور: ٣٢﴾

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা নূর(২৪): ৩২]

মহান আল্লাহ যেন বলছেন- বিয়ে করো, তোমায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহর...অভাবে আছো অভাব দূর করে দেব। ধনী হতে চাও বিয়ে করো। সুবহানাল্লাহ!!!!!!

অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ

তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলার জন্য কর্তব্য হয়ে যায়।

১। আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারী,

২। চুক্তিবদ্ধ গোলাম যে তার মনিবকে চুক্তি অনুযায়ী সম্পদ আদায় করে মুক্ত হতে চায়

৩। ওই বিবাহিত ব্যক্তি যে (বিবাহ করার মাধ্যমে) পবিত্র থাকতে চায়।

হাদিসটি পাবেন- (তিরমিজি-১৬৫৫, নাসায়ি-৩২১৮, ৩১২০, সহিহ ইবনে হিব্বান-৪০৩০ প্রভৃতি)

অল্প বয়সে বিয়ে করলে রোমান্টিকতার বহু সময় পাওয়া যায়। তাহলে কেন বিয়ে করতে এতো দেরি করছেন! আল্লাহ তো অফার দিয়ে রাখছেন। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আপনাকে বড়লোক/ধনী বানিয়ে দেবেন। তিনি তার ওয়াদা দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই! শুধু খামোখা কেন দেরি করছেন, বিয়ে করুন......যৌবন শুরু হয়েছে, আল্লাহর দেয়া বিশাল অফারটাকে গ্রহণ করুন। আবারো বলছি- বিয়ে করুন...!

এবার আসুন আজকের মূল আলোচনায় যাই-

বিয়ে করলে যে যে উপকারিতা পাবেন। তা হলো-

- ❖ লজ্জাস্থানের হেফাজত হয়।
- ❖ বিবাহ চক্ষু নিচু করে।
- ❖ তাড়াতাড়ি ধনী হওয়া যায়।
- ❖ ইমান পরিপূর্ণ হয়।
- ❖ অসুস্থতা দূর হয়।
- ❖ ইবাদতে মজা পাওয়া যায়।
- ❖ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

- ❖ মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায়।
- ❖ এমন তৃপ্তি যেটা শুধু নিজের বউয়ের কাছে পাবেন।যিনা করতে গিয়েও তা পাবেন না।
- ❖ মেজাজ ঠান্ডা থাকে।মাথা কখনো হট হবে না।
- ❖ যৌবনের ক্ষুধা নিবারণ হয়।

আরো অনেক উপকারিতা আছে।

***

খাবার না পেলে যখন ক্ষুধার যন্ত্রনায় হারাম ভক্ষণ করে ফেলে।ঠিক সেই রকম বউ না থাকলে যৌবনের ক্ষুধার তাড়নায় অনেকে লজ্জাস্থান দিয়ে পরনারীর সাথে যিনা করে ফেলে। যা আল্লাহ হারাম করেছেন।তা আজ আমাদের জাহিলী সমাজে অহরহ ঘটে চলেছে! আর আমাদের চারিদিকের কলুষিত পরিবেশের কথা তো কারো অজানা নয়।

তাই ভাই, বিয়েকে সহজ করুন! দেখবেন- সমাজ থেকে অনেক যিনা-ব্যভিচার কমে যাবে।চারিত্রিক শুদ্ধতার সুবাতাস প্রবাহমান হবে, ইনশাআল্লাহ।

ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকদের বলছি- আপনারা অল্প বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিন/করান।ক্যারিয়ারের চিন্তা বাদ দিন।আগে তাদের মানুষ করুন তথা তাদের চরিত্রকে ঠিক রাখুন।পবিত্র রাখুন।

তাই মেয়ের বাবাদের বলছি- সময় থাকতে বিষয়টি বিবেচনায় নেন।কোন অঘটন ঘটে গেলে তখন আর আফসোস করে লাভ হবে না।আল্লাহ আপনাদের সুমতি দান করুন।আমীন

ছেলের বাবাদের বলছি- আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, বিয়ে করলে ধনী বানিয়ে দেবেন।তাই ছেলেকে বিয়ে করান, দেখবেন- আল্লাহর রহমতে আপনার ছেছে খুব তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।বেকারত্ব দূর হয়ে যাবে।ইনশাআল্লাহ

সবশেষে হে যুবক ভাই, আপনার যদি বিয়ের জরুরত থাকে, আর মা-বাবা বিষয়টি বুঝতে না চান, তাহলে কোন রকম মা-বাবাকে রাযি করিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের সিদ্ধান্তে বিয়ে করে ফেলুন! দেখবেন- আল্লাহ আপনাকে কখনো নিরাশ করবেন না। ইনশাআল্লাহ...আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফিক দান করুন। আমীন

-সংগ্রহীত ও সংযোজিত এবং পরিমার্জিত

*****

মন্তব্যঃ

মুহতারাম "Munshi Abdur Rahman"

দেরি করে বিয়ে নয়! সময়মত বিয়ে!

এই তাগুতি রাষ্ট্রব্যবস্থা বিয়েকে দিন দিন কঠিন করে তুলছে।বাল্য বিয়ে নিষিদ্ধ মর্মে আইন করে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিয়ের পথকে রুদ্ধ করে রাখতে আপ্রাণ প্রয়াস ব্যয় করছে। আর তাগুতি মিডিয়া নারীবাদ, নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তির শ্লোগান ইত্যাদির মাধ্যমে নারীদেরকে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশাকে প্রমোট করছে।তাদেরকে ঘরের বাহিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিচ্ছে।হিজাবকে ছুঁড়ে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছে।আর কতো কী... তারা দাজ্জালি মিডিয়ার মাধ্যমে এই দেশের নারীদের মাঝে পাশ্চাত্যের পশু সভ্যতার ফেরি করছে। ইউরোপের নগ্ন কালচার সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে...যুবক-যুবতীদের চরিত্র বিধ্বংসী নানাবিধ ফাঁদ/ফিতনার জাল পেতে রেখেছে।তাই আমার ভাই/বোনেরা- নিজেদের ঈমান-আমলের ব্যাপারে সাবধান হোন! নিজ পারিবার-পরিজনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখুন!

"ধৈর্যশীল সতর্ক ব্যক্তিরাই লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত।'-শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

মুহতারাম "abu ahead"

khaled123 ভাই আমিতো বিয়ের কোন পথই খুঁজে পাচ্ছি না! এখন আমি কি করব?

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব।ভরসাকারিগণের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত+ সূরা ইবরাহীম : ১২

তাই ভাই, আল্লাহর উপর ভরসা করুন, দু'আ করুন ও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান।ইনশাআল্লাহ, আপনি সফল হবেন।

'যার গুনাহ অনেক বেশি তার সর্বোত্তম চিকিৎসা হল জিহাদ'-শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

মুহতারাম "musafir15"

মাশাআল্লাহ্! অনেক উপকারী পোস্ট।

প্রসঙ্গত কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

আসলেই বর্তমান পরিবেশে পাশবিকতাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এমন সব উপাদানই বিদ্যমান।তথাপি এই পাশবিকতা নিবারনের যে বৈধ উপায়, তথা বিয়ে তা হয়ে গেছে অনেক কঠিন।

বিশেষভাবে দ্বীনদাদের কতিপয় শ্রেণী যাদের মাঝে প্রধান হলো-

১।গুরাবা: গুরাবা বলতে আমি বুঝাচ্ছি যারা চিন্তা ও আদর্শগত দিক দিয়ে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন।ফলে বিয়ের ক্ষেত্রে তার ও পরিবারের চাহিদার মাঝে কোন সঙ্গতি নেই।ফলে এসব নিয়ে পরিবারের সাথে সৃষ্টি হয় টানাপোড়েন।এই অসঙ্গতি উপেক্ষা করে যারা বিয়ে করেন, তাদেরকে অবতীর্ণ হতে হয় নতুন এক মারেকা তথা যুদ্ধক্ষেত্রে যা সামাল দেওয়ার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার হয়ত কোনটিই নেই সে যুবক ভাইয়ের।যার ফলে জীবনের মধুরতম সে অধ্যায়ও মাঝে মাঝে তিক্ত অভিজ্ঞতায় রুপ নেয়।

যদি পরিবারকে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর রাজি করানো যায়ও তখন দেখা যায় মেয়ে পক্ষকে রাজি করানো অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।ছেলে তো আলেম না, ছেলের পরিবার তো দ্বীনদার না অথবা ছেলে তো তিন চিল্লা দেয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপরে ছেলেরও পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে।ফলে বিয়ের জন্য যে ইচ্ছাশক্তি দানা বেধেঁছিল তা মাঝ পথেই শেষ হয়ে যায়।

২।ফুক্বারা: যাদের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই।বিভিন্ন অযুহাতে প্রত্যাখ্যান ইনাদের ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।যেন দরিদ্র, বঞ্চিত ও অসহায় মানুষের রব একজন, আর ধনীদের রব আরেকজন।দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের রবও যেন দরিদ্র! তিনি চাইলেও যেন তাদের ধনী করে দিতে পারবেন না!

দরিদ্র যারা তারাও বিত্তশালী ছেলে খোঁজে।আর বর্তমানে এলিট শ্রেণীর একটা অংশের নিকট দ্বীনদার হওয়াটা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।দেখুন, ওমুক এত অর্থবিত্তের মালিক হয়েও দ্বীনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগামী।অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াহ দিচ্ছে সেখানেও ধনীদের মহত্ত্বের একটা হিডেন ম্যাসেজ থাকছে।যার ফলে দ্বীনদার শ্রেণীর মাঝে দুনিয়া পূজা মহামারি আকার ধারণ করেছে।তা না হলে যে লোকজন তোমার দাওয়াহ শুনবে না।তাহলে আল্লাহর রাসূল কেন দুনিয়ার পিছনে ছুটলেন না!

ধন-সম্পদের প্রয়োজন আছে, আমি তা অস্বীকার করছি না।কিন্তু এসব পারস্পরিক সম্পর্ক ও মর্যাদা-সম্মানের মাপকাঠি যেন না হয়।

পক্ষান্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থাও পরিলক্ষিত হচ্ছে।যখন দেখছে ছেলে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক তখন দ্বীনের বেশ ধারণ করে বলছে, "আমরা তো কেবল তোমার মত একটা দ্বীনদার ছেলেই খুঁজছি।"

আর বিয়ে-শাদী নিয়ে মা-বাবার সাথে বেয়াদবি করবেন না।অনেক ক্ষেত্রে তারা চাইলেও পারেন না।তারা নিজেরাও এই জাহেলী সমাজের শিকার।আমাদের যদি চাকুরি না থাকে, সামর্থ্য না থাকে তাহলে অনেক সময় তাদেরকেও পাত্রী পক্ষের সামনে হীনমন্যতার শিকার হতে হয়।সুতারাং আমাদেরকেও আমাদের নিজেদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।

আর যারা ভাবছেন বিয়ের পরে ঠিক হয়ে যাবেন আর বর্তমানে নিজেদের কামনা-বাসনার কাছে সোপে দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমার কথা হলো- আপনার আমাল অনুযায়ী আপনার ব্যাপারে ফায়সালা হবে। এটাই স্বাভাবিক কথা।

গুনাহের কারনে মানুষের রিজিক তথা জীবিকা সংকুচিত হয়ে পড়ে যার মাঝে বিয়ে-শাদীও অন্তর্ভুক্ত।আর বিয়ের পূর্বে যে নিজের যৌবনের হিফাযত করবে আল্লাহ্ তাকে পবিত্র জীবন (উত্তম সঙ্গিণী) দান করুন।এবার আপনিই আপনার ব্যাপারে ফায়সালা করুন।

আল্লাহ্ বলেন-

"আমি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করবো! তোমাদের কী হলো যে তোমরা এমন ফায়সালা করছো!"

আর ভাইদের ব্যাপারে বলি, দুনিয়ার রুপ সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী।বলতে পারেন, রুপ-সৌন্দর্য্য তো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তা না পাওয়া র দুঃখ তো ক্ষণস্থায়ী নাও হতে পারে।

তাহলে ঐ হাদিস স্মরণ করুন যেখানে বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াতে অনেক কষ্টে ছিল, তাকে যখন জান্নাতের মাঝে এক ডুব দিয়ে উঠানো হবে সে বলবে, দুনিয়াতে আমি কোন কষ্টেই ছিলাম না।

আসলে দুনিয়া তার কাছে বড় হতে পারে যার নিকট আখিরাত স্পষ্ট নয়।অবশ্যই সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করলে মনে বেশি প্রশান্তি পাওয়া যায়।কেউ কেউ তাই সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করা মুস্তাহাবও বলেছেন।যার স্ত্রী সুন্দরী নয় তথাপি সে আল্লাহর জন্য তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে তার প্রতিদান অবশ্যই বেশি হবে।যেমনটা যে মুজাহিদ গনিমত নিয়ে ফিরে আসে সে পরকালে ১/৩ প্রতিদান পাবে।আর যেকোন গনিমত পেল না তার প্রতিদান পুরোটাই আল্লাহ্ সুবাহানাহু তাআলা সংরক্ষণ করবেন।

তাই মোটামুটি পছন্দ হলেই বিয়ে করে ফেলুন।দৃষ্টির হিফাযত না করলে বিশ্ব সুন্দরীতেও কাজ হবে না।

আর দ্বীনদার কখনো অসুন্দর নয়।বলবেন, "হে আল্লাহ্ আমি যে কালো মেয়ে বিয়ে করেছি!"

অনেকটা মারিয়াম আলাইহাস্ সালামের মত যখন তিনি বলেছিলেন, "আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি!"

জবাবে আল্লাহ্ বলেন, "ছেলে তো এই মেয়ের মত না!"

আপনার স্ত্রী যদি দ্বীনদার হয়ে থাকে তাহলে আমিও বলি, "সুন্দরীরা তো আপনার স্ত্রীর মত না!" আর আল্লাহ্'র পরীক্ষা সবার জন্য সমান না।তিনি কাউকে জান দিয়ে, কাউকে মাল দিয়ে, কাউকে স্ত্রী-সন্তান দিয়ে, কাউকে ক্ষমতা ও সম্মান দিয়ে পরীক্ষা করেন।যার ফলে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না।আবার কেউ ২/৩ বছর চেষ্টা করেও বিয়ে করতে পারেন না।আমাদেরকে সব পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।তাহলেই আমাদের জন্য সফলতা।

আল্লাহ্ আমাদের জন্য সহজ করুন।আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।